দ্য ভয়েস অব ওয়াদি

শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সংবাদ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

Vol:8 Issue:01 The Voice Of Wadi RNI No.WBBEN/2014/56111 | ২৯ রবিউস সানি ১৪৪৪ হিজরি ২৫ নভেম্বর ২০২২ ৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৯ শুক্রবার | সপ্তম বর্ষ | Postal Regn. No.:WB/TMK-49 অনুদান ৫ টাকা

আটে পা

৭ পেরিয়ে ৮-এ পা দিল আইমার মুখপত্র 'দ্য ভয়েস অব ওয়াদি'। এই চলার পথে আমরা যাদের সহযোগিতা ছাড়া এতদূর এগিয়ে আসতে পারতাম না, সেই সকল শুভানুধ্যায়ী, বিজ্ঞাপনদাতা ও পাঠক-পাঠিকাদের জন্য রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা। —সম্পাদক

'আইমার কর্মকাণ্ডকে ছড়িয়ে দিতে হবে জনমানসে'

ময়না ব্লকের সভায় অধ্যাপক তিমিরবরণ সিনহা

নিজস্ব প্রতিনিধি: মানবসেবায় নিয়োজিত আইমার সামাজিক কর্মকাণ্ডকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে ময়না ব্লকের গোকুলনগর আইমা ইউনিটের সম্পাদক ওসিউর মল্লিক ও সহ-সভাপতি সেখ মসিউর রহমানের উদ্যোগে এবং ইউনিটের সভাপতি সেখ আনোয়ার হোসেন, কোষাধ্যক্ষ সেখ মহসিন ছাড়াও মতিউর মল্লিক, মতিউর রহমান, মনিরুল ইসলাম, আফসার, আশাদুল্লাহ, আহমদুল্লাহ, কাইয়ুম, মাইনুর রহমান-সহ সকল সদস্যের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গত ২০ নভেম্বর রবিবার একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল। 'রক্তদান মহৎ দান রক্তদান জীবন দান'— এই আপ্তবাক্যকে মাথায় রেখেই ময়না ব্লকের অন্তর্গত গোকুলনগর আইমা ইউনিটের এই স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। এই রক্তদান শিবিরে রক্তদান করেন নারীপুরুষ মিলিয়ে মোট ৫২ জন রক্তদাতা। গোকুলনগর আইমা ইউনিটের কর্মীরা রক্তদাতাদের সুস্থতা কামনা করেন। মুমূর্ষু রোগীকে রক্ত দিয়ে সাহায্য করার মতো মহৎ কাজকে সবসময় আইমা হাইলাইট করে। ফলে এই রক্তদান শিবিরে এসে যাঁরা রক্তদান করেছেন তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয় আইমার পক্ষ থেকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই রক্তদান শিবিরে এসে যাঁরা রক্তদান করেন তাঁদের প্রায় এক তৃতীয়াংশ রক্তদাতা ছিলেন প্রতিবেশী অমুসলিম সম্প্রদায়ের। সবচেয়ে চমকপ্রদ বিষয় হল, এদিন মহিলাদের মধ্যে থেকে রক্ত দেওয়ার প্রবণতা বেশি দেখা গিয়েছে।

বর্তমান সময়ে আইমার নীতি-আদর্শকে ভালোবেসে প্রতিবেশী হিন্দু সমাজ থেকে দলে দলে মানুষ আইমার ছাতার নীচে এসে জড়ো হচ্ছেন। তাঁদেরকে আরও বেশি বেশি করে আইমাতে আসার জন্য আহ্বান করতে হবে বলে জানান এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ। গোকুলনগর আইমা ইউনিটের তরফে রক্তদানের পর এদিন বিকেলে একটি সভার আয়োজন করা হয়। বর্তমানে দিশাহীন ও বিভ্রান্তকর রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সমাজকে সচেতন করার লক্ষ্যে এই সামাজিক সচেতনতামূলক শিবিরের আয়োজন বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তরা। এলাকার স্থানীয় ইমাম সাহেব সভার শুরুতে তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। বর্তমানে শিক্ষার অবক্ষয় নিয়ে মুখ খোলেন সম্মানীয় ইমাম সাহেব। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের হাতে মোবাইল ফোন তুলে দিয়ে তাদের ভবিষ্যৎ নষ্টের চেষ্টা হচ্ছে বলে সরব হন তিনি। ইমাম সাহেবের পর বক্তব্য রাখেন অঞ্চলের বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ এবং সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সোশ্যাল মিডিয়ার সক্রিয় সদস্য তথা সংগঠনের যুবনেতা সাদ্দাম আলি খান সুন্দরভাবে আইমার কর্মপদ্ধতি তুলে ধরেন। ময়না ব্লকের নেতৃত্ব শিক্ষক সোলেমান আলি ময়না ব্লকে সামাজিক সচেতনামূলক প্রচার এবং এলাকার সমস্যার কথা উল্লেখ করেন। এরপর জেলা সম্পাদক মোজাম্মেল হক বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতিতে আইমার কর্মকাণ্ডের কথা তুলে ধরেন।

➪ এর পর দুয়ের পাতায়

এক ঝলকে

মায়ানমারে সংঘর্ষে হত ৭০

● মায়ানমারের সাগাইং রাজ্যে ক্ষমতাশালী সামরিক (জান্তা) বাহিনী ও তাদের মিত্রদের সঙ্গে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছে বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর।এতে অন্তত ৭০ সেনা নিহতের দাবি করেছে পিপলস ডিফেন্স ফোর্সেস। অন্যদিকে ৬০ জনের বেশি বিদ্রোহী আহতের দাবি সামরিক সরকারের মিত্র এসএনএ-র। এদিকে, সব রাজনৈতিক বন্দিকে মুক্তি দিতে সামরিক জান্তা সরকারকে আরও চাপ প্রয়োগের আহ্বান জানিয়েছে দেশটির জাতীয় ঐক্য সরকার। খবর ইরাবতীর। মায়ানমারের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে শুক্রবার (১৮ নভেম্বর) টোকিও পৌঁছন জাপানি চলচ্চিত্র পরিচালক তরু কুবতা। এ সময় বিমানবন্দরে আবেগঘন পরিস্থিতি তৈরি হয়।

➪ বিস্তারিত ২-এর পাতায়

গোমূত্র দিয়ে ট্যাঙ্ক পরিষ্কার

● গ্রামের চারদিকে যত জলের ট্যাঙ্ক রয়েছে, প্রতিটি ট্যাঙ্কে বড় বড় করে লেখা— 'এখান থেকে সকলে জল খেতে পারেন।' কিন্তু বাস্তবের ছবি একেবারেই উল্টো। শুক্রবার কর্নাটকের ছমরাজনগর জেলার হেগ্গোতারা গ্রামে এক মহিলা জলের ট্যাঙ্ক থেকে জল পান করেছিলেন বলে গ্রামবাসীরা অবিলম্বে সেই ট্যাঙ্ক থেকে জল খালি করে ফেলেন এবং গোমূত্র ঢেলে পুরো ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করান। জাতপাত নিয়ে ছুঁতমার্গ, তথাকথিত 'নিচু' সম্প্রদায়ের লোকজনের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ রীতিমতো চালু রয়েছে হেগ্গোতারা গ্রামের লোকেদের মধ্যে। তাঁদের ধারণা, তফসিলি জাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত মানুষ কোনও জিনিস ছুঁলে তা নাকি অপবিত্র হয়ে যায়। গ্রামবাসীর এই ধারণা সম্পর্কে জানতেন না তফসিলি জাতিভুক্ত এক মহিলা।

➪ বিস্তারিত ৫-এর পাতায়

চাঁদের কক্ষপথে নাসার ক্যাপস্টোন

● আর একটি ইতিহাস গড়ে ফেলল আর্টেমিস ওয়ান মিশনে। এই মিশনে নাসার মহাকাশযান ওরিয়ন চাঁদে পৌঁছে গেল। সোমবার নাসা জানিয়েছে, ওরিয়ন চাঁদে পৌঁছে গিয়েছে। কেপ ক্যানাভেরালের ফ্লোরিডার উপকূল থেকে আর্টেমিস ওয়ান উৎক্ষেপণের সাত দিনের মধ্যে ওরিয়ন মহাকাশযানটি চাঁদের মাটি স্পর্শ করে ইতিহাস গড়ে ফেলল। নাসার ওরিয়ন মহাকাশান সোমবার চাঁদে পৌঁছে নভোচারীদের জন্য বসে থাকা পরীক্ষামূলক ডামিদের সঙ্গে রেকর্ড ব্রেকিং কক্ষপথে যাওয়ার জন্য চন্দ্রপৃষ্ঠে কাজ শুরু করে দিয়েছে। ৫০ বছর আগে নাসার অ্যাপোলো মিশনে শেষবার চাঁদে গিয়েছিল মানুষ। ১৬ নভেম্বর অর্থাৎ গত বুধবার শুরু হওয়া ৪.১ বিলিয়ন ডলারের পরীক্ষামূলক ফ্লাইট নিয়ে শুরু হয় আর্টিমিস মিশন।

➪ বিস্তারিত ৭-এর পাতায়

সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ককে টার্গেট

বাম-শরণে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিজেপি বুঝে গিয়েছে তৃণমূলের সংখ্যালঘু ভোট ব্যাঙ্কে থাবা বসাতে না পারলে বাংলা জয় করা যাবে না। সে জন্য বিকল্প এক পন্থা অবলম্বন করল বিজেপি। আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটের আগে নন্দকুমার মডেলকেই তারা করতে চাইছে তুরুপের তাস। তেইশে পঞ্চায়েত ভোটে জয় তুলে নিতে নীচুতলায় বামেদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এগনোর পরিকল্পনা করেছে বিজেপি।

একুশের ভোটে ধাক্কা খাওয়ার পর শুধু হার জুটেছে। বিজেপি তাই ২০২৪-এর মহাযুদ্ধের আগে পঞ্চায়েত ভোটকে পাখির চোখ করে এগোচ্ছে। বছর ঘুরলেই ভোট, তার আগে বিজেপি গ্রাম দখলের লড়াইয়ে তৃণমূলের সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্কে নজর দিয়েছে। কেননা সংখ্যালঘু ভোট সিংহভাগ তৃণমূলের দিকে রয়েছে। ফলে তৃণমূল প্রায় ২৫ শতাংশ ভোটে এগিয়ে থেকে ভোট লড়াই শুরু করছে। সেইকারণে বিজেপি মনে করছে, তৃণমূলের সংখ্যালঘু ভোট ব্যাঙ্কে থাবা বসালে না পারলে তাদের কোনও আশা নেই বাংলায়। তৃণমূলকে টেক্কা দিতে গেলে তৃণমূলের ভোটব্যাঙ্কে ফাটল ধরাতে হবে। আর এই জন্যই নীচুস্তরে বামেদের হাত ধরতেও বিজেপি মরিয়া। বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব বামেদের সঙ্গে জোটের প্রসঙ্গ উড়িয়ে দিলেও নীচুতলার নেতৃত্ব কিন্তু যথেষ্ট আগ্রহী এই মডেলে।

নন্দকুমার মডেলে সাফল্যের পর বিজেপির নীচুতলার নেতৃত্ব ঠিক করেছে, তৃণমূলের ভোটব্যাঙ্কে থাবা বসাতে গেলে বামেদের সঙ্গে অলিখিত জোট দরকার। শুভেন্দু অধিকারীর একটি মন্তব্য এই জল্পনার পারদ চড়িয়েছে। শুভেন্দু অধিকারী একটি সাক্ষাৎকারে সম্প্রতি বলেছেন, তৃণমূল সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ভোটে হারবে। বিজেপিকে সংখ্যালঘুরা জেতাবে কি না জানি না, তবে পরিস্থিতি বদলাচ্ছে। সংখ্যালঘু ভোটে তৃণমূল হারবে। তাঁর এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতেই উঠে এসেছে রাম-বাম জোট তত্ত্বের চর্চা। শুভেন্দু অধিকারী এর আগে একাধিকবার বামেদের প্রতি আহ্বান-বার্তা দিয়েছিলেন। একসঙ্গে তৃণমূল-বিরোধী আন্দোলনে শামিল হওয়ার কথা জানিয়েছিলেন। আবার তৃণমূলের বিরুদ্ধে এক জায়গায় ভোট দেওয়ার আহ্বানও জানিয়েছিলেন। আর সম্প্রতি বিজেপি সাংদ সৌমিত্র খাঁ আবার বলেছেন তৃণমূল বনাম আমরা সবাই। আমাদের সঙ্গে যাঁরাই আসবেন, তাঁদের সঙ্গে নিয়ে তৃণমূলকে হারাতে চাই। অর্থাৎ প্রকারান্তরে তিনি বামেদের আহ্বান জানিয়েই ক্ষান্ত হননি, কংগ্রেসকেও ঘুরিয়ে বার্তা দিয়েছেন।

এখন তৃণমূলের সংখ্যালঘু ভোট কাড়তে বামেদের শক্তিশালী করে তাঁরা হাত ধরে চলবেন কি না, তা বলবে ভবিষ্যৎ। তবে পঞ্চায়েত ভোটের আগে এমন নানা তত্ত্ব নিয়ে চর্চা চলছে। মোট কথা, বাংলায় জয় হাসিল করতে বিজেপি এখন মরিয়া। তাতে যে অঙ্কে জয় আসে আসুক, তৃণমূলকে হারানোই মূল কথা। আর সেই সলতে পাকানোর কাজটা শুরু করে দিয়েছে গেরুয়া শিবির। বাংলায় ক্ষমতার স্বাদ পেতে তাই বিকল্প ভাবনা শুরু হয়ে গিয়েছে বিজেপির অন্দরে।

মাসে ১৬ লক্ষ চাকরি! মন্ত্রীর কথায় গিমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০১৪ সালে দেশের শাসন ক্ষমতায় আসার আগে থেকেই মিথ্যার বেসাতি শুরু করেছিলেন নরেন্দ্র মোদী এবং তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা। এমনটাই বলে থাকেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। সেই ট্র্যাডিশন যে সমানে চলছে আবার একবার তা প্রমাণ করলেন মোদী সরকারের রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণ। দিল্লিতে কেন্দ্র সরকার আয়োজিত রোজগার মেলার (দ্বিতীয় পর্ব) মঞ্চে দাঁড়িয়ে বৈষ্ণ দাবি করলেন, প্রতি মাসে কেন্দ্র সরকার ১৫-১৬ লক্ষ চাকরি দিচ্ছে। কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রীর এই 'মিথ্যা ভাষণে' একদিকে যেমন নিন্দার ঝড় উঠেছে, অন্যদিকে সোশ্যাল মিডিয়া সহ নানা সামাজিক মাধ্যমে হাসির খোরাক হচ্ছেন তিনি। তাঁকে নিয়ে একের পর এক মিম তৈরি হচ্ছে।

অশ্বিনী বৈষ্ণর গুরু নরেন্দ্র মোদীর দেখানো আকাশ কুসুম স্বপ্নের কথা ভুলে যাননি ভারতবাসী। সে কথা মনে করিয়ে দিয়ে কেউ কেউ টিপ্পনী কাটতেও ছাড়েননি বৈষ্ণকে। প্রথমবার ক্ষমতায় আসার আগে একাধিক নির্বাচনী সভায় নরেন্দ্র মোদী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাঁর সরকার দেশের শাসনভার হাতে পেলে বিদেশের ব্যাঙ্কে থাকা সমস্ত কালো টাকা দেশে ফিরিয়ে এনে প্রতিটি ভারতীয়র অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ করে টাকা ঢুকিয়ে দেবেন। যদিও মোদীর এই নির্বাচনী গিমিক ধরতে পারেননি দেশবাসী। ফলে তাঁরা উজাড় করে ভোট দিয়েছিলেন বিজেপিকে। অন্যদিকে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর বছরে ২ কোটি চাকরি দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন 'স্বপ্নের ফেরিওয়ালা' নরেন্দ্র দামোদর মোদী, সেই বেলুনও চুপসে গিয়েছে। লকডাউনের পর বিগত চল্লিশ বছরে ভারতে বেকারের হার হয়েছে সর্বোচ্চ। নোটবন্দি থেকে শুরু করে ধর্মীয় মেরুকরণ-একটার পর একটা খেলায় কিস্তিমাত করে চলেছে বিজেপি। উগ্র হিন্দুত্ববাদ আর মিথ্যাকে আশ্রয় করে ভোট বৈতরণী পার হবার যে কৌশল অবলম্বন করেছে বিজেপি, তাতে নতুন সংযোজন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণ। ঠিক কী বলেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী? তিনি বলেছেন, 'বিশ্বব্যাপী আর্থিক মন্দার মধ্যেও ভারত শক্তির উৎস হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এখনও মাসে ১৫-১৬ লক্ষ চাকরি তৈরি করছে কেন্দ্র সরকার।' প্রশ্ন উঠছে, এত চাকরি তবে পাচ্ছে কারা? অথচ এই রোজগার মেলার প্রথম পর্বে এসেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন, 'আগামী এক বছরে সরকার ১০ লক্ষ কর্মসংস্থানের টার্গেট নিয়েছে।'

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রোজগার মেলার দুটো পর্ব মিলিয়ে মোট ১ লক্ষ ৪৬ প্রার্থীকে নিয়োগপত্র দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রথম পর্বে ৭৫ হজার এবং দ্বিতীয় পর্বে ৭১ হাজার প্রার্থী এই নিয়োগপত্র পেয়েছেন। ফলে কথা আর কাজের মধ্যে যে বিস্তর ফারাক রয়ে গিয়েছে সেই অস্বস্তি ঢাকতে মুখ লুকাচ্ছেন বিজেপি নেতারা, অভিমত রাজনীতির কারবারিদের।

➪ এর পর দুয়ের পাতায়

বাড়ি-ছাড়া... *তুরস্কে ভয়াবহ ভূমিকম্পে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে বাড়ি-ঘর। আশ্রয় হারিয়ে গাছতলায় রাত্রিবাস দুর্গতদের।*

হিজাব বিতর্কে সংঘর্ষ হাওড়ার সরকারি স্কুলে

বাতিল হল পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিজাব পরা নিয়ে কর্নাটকে জোর বিতর্ক চলেছে প্রায় এক বছর ধরে। মামলাটি আপাতত সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। এরই মধ্যে এবার হিজাব বিতর্কের আঁচ এসে লাগল হাওড়ার এক সরকারি স্কুলে। হাওড়ার ধুলাগড়ি আদর্শ বিদ্যালয়ে মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটে বলে জানা গিয়েছে। ছাত্রীদের হিজাব পরে স্কুলে প্রবেশ করা নিয়ে আপত্তি জানিয়ে নামাবলী জড়িয়ে স্কুলে যায় দ্বাদশ শ্রেণির কয়েকজন পড়ুয়া। পড়ুয়াদের দাবি ছিল, হিজাব পরে স্কুলে আসার অনুমতি দেওয়া হলে নামাবলী জড়িয়েও স্কুলে ঢোকার অনুমতি দিতে হবে।

খবরে প্রকাশ, মঙ্গলবার পাঁচ জন দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র স্কুলে নামাবলী জড়িয়ে আসে। এই ঘটনার প্রতিবাদ জানায় ওই স্কুলের দশম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির কিছু ছাত্রী। এদিকে ছাত্রদের স্কুল কর্তৃপক্ষ নামাবলী খুলে স্কুলে ঢুকতে বলে। এরপরই অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে স্কুলে। দু'পক্ষের তর্কাতর্কি বেধে যায়। তা হাতাহাতিতে পরিণত হয়। এই ঘটনার জেরে স্কুলে ভাঙচুর চলে বলেও অভিযোগ। পরিস্থিতি সামাল দিতে স্কুলে যায় সাঁকরাইল থানার পুলিশ। প্রথমে পুলিশ স্কুলের ভিতর ঢোকেনি। তবে পরিস্থিতি জটিল হলে বাধ্য হয়ে কয়েকজন আধিকারিক স্কুলে ঢুকে পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করেন।এদিকে এই ঘটনার জেরে মঙ্গলবার একাদশ শ্রেণির টেস্টের পরীক্ষাও বাতিল করার নির্দেশ দেয় স্কুল কর্তৃপক্ষ। শনিবার এ বিষয়ে বিদ্যালয়ে সভা অনুষ্ঠিত হবে। স্কুল কর্তৃপক্ষ, অভিভাবক, পুলিশ, স্থানীয় ব্লক প্রশাসন এবং স্কুলের জেলা পরিদর্শক বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন বলে জানা গিয়েছে।

➪ এর পর দুয়ের পাতায়

বিধানসভায় সুকান্ত তবু দেখা হল না শুভেন্দুর সঙ্গে, জল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিধানসভা এলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, তবু দেখা হল না বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে। সুকান্ত-শুভেন্দুর সাক্ষাৎ না হওয়ায় রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল। তবে কি বিজেপির অন্দরের কোন্দল এবার শুভেন্দু বনাম সুকান্তের মধ্যে পর্যবসিত হল?

বিধানসভা অধিবেশন চলছে। সমস্ত বিধায়করাই রয়েছেন বিধানসভায় আর বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তো থাকবেনই। আবার যখন আসার কথা দলীয় রাজ্য সভাপতির, তখন সৌজন্যবশতঃ বিরোধী দলনেতা থাকবেন, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল ভিন্ন ছবি। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বিধানসভা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর এলেন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

বিজেপির রাজ্য সভাপতি বিধানসভায় এসে প্রায় ২৫ মিনিট কাটিয়ে গেলেন বিরোধী দলনেতার ঘরে। সেখানে দলের বিধায়কদের একাংশের সঙ্গে কাটিয়ে গেলেন। তারপর তিনি ফিরে গেলেন রাজ্য দফতরে। কিন্তু তিনি যাওয়ার আগে শুভেন্দুর বিধানসভা ছেড়ে চলে যাওয়া নিয়ে বিজেপির ঘরোয়া কোন্দল ফের সামনে এসে পড়ল বলে মনে করা হচ্ছে।

বারবার বিজেপিতে সামনে চলে আসছে আদি-নব্য দ্বন্দ্ব। তারসঙ্গে তৎকাল নেতাদেরও কোন্দল প্রকাশ হয়ে পড়ছে। সম্প্রতি রটনা তৈরি হয়েছিল সুকান্ত মজুমদারকে সরিয়ে শুভেন্দু অধিকারীকে বিজেপির রাজ্য সভাপতি করা হতে পারে। সেই জল্পনার সূত্রপাত হওয়া থেকেই রাজনৈতিক মহলে উভয়ের গতিবিধি স্ক্যানারে চলে এসেছে। শুভেন্দু অধিকারী ও সুকান্ত মজুমদার কোথায় কী করছেন, তাঁদের কেন একসঙ্গে আর দেখা যাচ্ছে না, তা নিয়ে শুরু হয়েছে গুঞ্জন।

➪ এর পর দুয়ের পাতায়

মায়ানমারে বিদ্রোহীদের সঙ্গে সংঘর্ষে হত ৭০ সেনা

রেঙ্গুন: মায়ানমারের সাগাইং রাজ্যে ক্ষমতাশালী সামরিক (জান্তা) বাহিনী ও তাদের মিত্রদের সঙ্গে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছে বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর।এতে অন্তত ৭০ সেনা নিহতের দাবি করেছে পিপলস ডিফেন্স ফোর্সেস। অন্যদিকে ৬০ জনের বেশি বিদ্রোহী আহতের দাবি সামরিক সরকারের মিত্র এসএনএ-র। এদিকে, সব রাজনৈতিক বন্দিকে মুক্তি দিতে সামরিক জান্তা সরকারকে আরও চাপ প্রয়োগের আহ্বান জানিয়েছে দেশটির জাতীয় ঐক্য সরকার। খবর ইরাবতীর।

মায়ানমারের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে শুক্রবার (১৮ নভেম্বর) টোকিও পৌঁছন জাপানি চলচ্চিত্র পরিচালক তরু কুবতা। এ সময় বিমানবন্দরে আবেগঘন পরিস্থিতি তৈরি হয়। তাঁর মুক্তি পেতে জাপান সরকারের চেষ্টার প্রশংসা করেন সাড়ে তিন মাস জান্তা কারাগারে থাকা তরু। এদিন দেশটির কারাগারে থাকা সব রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির দাবি জানিয়েছে মিয়ানমারের জাতীয় ঐক্য সরকার। সামরিক জান্তা সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ বাড়ানোর আহ্বানও জানান তারা। এর আগে চলতি সপ্তাহেই চার বিদেশিসহ ছয় হাজার বন্দীকে মুক্তি দেয় জান্তা সরকার।

এদিকে, মায়ানমারের বিভিন্ন রাজ্যে সামরিক জান্তা বাহিনীর সঙ্গে বিদ্রোহী যোদ্ধাদের সংঘাত অব্যাহত আছে। সংবাদমাধ্যম ইরাবতী জানায়, উত্তরাঞ্চলীয় সাগাইং রাজ্যে সামরিক সেনা ও তাদের মিত্র হিসেবে পরিচিত শান্নি আর্মিদের সঙ্গে ব্যাপক সংঘাত হয়েছে বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর। এতে বহু সেনা ও তাদের মিত্ররা হতাহত হয়েছে বলে দাবি পিপলস ডিফেন্স ফোর্সেস বা পিডিএফের। আর এক প্রতিবেদনে সংবাদমাধ্যমটির দাবি, গত তিন দিনে সাগাইং বাদে অন্য রাজ্যগুলোতে বিদ্রোহীদের হামলায় অন্তত ৩৩ জন সেনা নিহত হয়েছে। অপরদিকে দুজন বিদ্রোহীর মৃত্যু হয়েছে বলে জানানো হয়।২০২১ সালে মায়ানমারে গণতান্ত্রিক সরকারকে হটিয়ে ক্ষমতা দখলের পর থেকেই সামরিক জান্তা সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলো। তাদের দমনে বিভিন্ন রাজ্যে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে জান্তা বাহিনীও।

নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের স্থায়িত্বের পক্ষে সরব ফ্রান্সও

প্যারিস: রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্যপদের জন্য দীর্ঘদিন ধরেই দাবি জানিয়ে আসছে ভারত। এ বার নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের স্থায়ী সদস্যপদের পক্ষে সওয়াল করল ফ্রান্স। ভারতের

পাশাপাশি জার্মানি, ব্রাজিল ও জাপানের জন্যও সমর্থন জানিয়েছে ফ্রান্স। সম্প্রতি ব্রিটেনও ভারত-সহ এই চার রাষ্ট্রের পক্ষে সমর্থন জানিয়েছিল। রাষ্ট্রপুঞ্জে ফ্রান্সের স্থায়ী উপ-প্রতিনিধি নাতালি ব্রডহার্স্ট জানিয়েছেন, বর্তমান সময়ে নিরাপত্তা পরিষদে প্রতিনিধির সংখ্যা বাড়ানো হোক। যার মাধ্যমে এই পরিষদ আরও শক্তিশালী ও কার্যকর হয়। এ বিষয়ে ফ্রান্সের অবস্থান আগে যেমন ছিল, এখনও তা-ই রয়েছে। রাষ্ট্রপুঞ্জে সাধারণ সভায় 'নিরাপত্তা পরিষদে সদস্যপদ বৃদ্ধি ও ন্যায়সঙ্গত প্রতিনিধিত্ব নিয়ে প্রশ্ন' সংক্রান্ত এক আলোচনা সভায় ভারত ও আরও তিনটি দেশের স্থায়ী প্রতিনিধিত্বের পক্ষে সওয়াল করেন ফরাসি প্রতিনিধি। তাঁর বক্তব্য, নিরাপত্তা পরিষদে যোগ দিতে আগ্রহী দেশ, যারা নিজেদের দায়িত্ব পালনে সক্ষম বলে মনে করা হয়, তাদের স্থায়ী উপস্থিতির জন্য পদক্ষেপ করা উচিত।

এর পাশাপাশি ব্রডহার্স্ট জানিয়েছেন, পরিষদের সদস্য সংখ্যা বাড়িয়ে ২৫ পর্যন্ত করা যেতে পারে। তাঁর কথায়, ''স্থায়ী সদস্য হিসাবে ভারত, জার্মানি, ব্রাজিল, জাপানকে সমর্থন জানাচ্ছে ফ্রান্স। আফ্রিকার দেশগুলিরও শক্তিশালী উপস্থিতি দেখতে চাই। বাকি আসনে ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী ন্যায়সঙ্গত প্রতিনিধিত্বকে মঞ্জুর করা হোক।'' ব্রডহার্স্টের মতে, আন্তর্জাতিক শান্তি ও সুরক্ষা বজায় রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হোক। বিষয়টি মাথায় রেখেই যত দ্রুত সম্ভব গণহিংসার ক্ষেত্রে স্থায়ী পাঁচ সদস্যের ভিটো প্রয়োগ আপাতত বন্ধ রাখা হোক। এর আগে বৃহস্পতিবার ব্রিটেনের প্রতিনিধি বারবারা উডওয়ার্ডও সাধারণ সভার বিতর্কে জানিয়েছিলেন, স্থায়ী ও অস্থায়ী উভয় ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্যপদ বাড়ানো হোক। স্থায়ী সদস্য হিসেবে তিনিও ভারত, জার্মানি, জাপান ও ব্রাজিলের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। বারবারার মতে, সদস্য সম্প্রসারণের ফলে নিরাপত্তা পরিষদে সার্বিকভাবে গোটা বিশ্বের প্রতিনিধিত্ব আরও শক্তিশালী হবে।

প্রসঙ্গত, নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী পাঁচ সদস্যের মধ্যে আমেরিকা, ফ্রান্স, ব্রিটেন, রাশিয়া ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধিত্বের পক্ষে আগেও সওয়াল করেছে। বর্তমানে নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য হিসাবে দু'বছরের মেয়াদে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ভারত।

৫.৬ মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ইন্দোনেশিয়া, মৃত অন্তত ১৪০, আহত ৯০০

জাকার্তা: সোমবার শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ইন্দোনেশিয়ার মূল দ্বীপ জাভা। স্থানীয় প্রতিবেদন অনুযায়ী অন্তত ১৪০ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং আরও ৯০০ জন আহত হয়েছেন। সংবাদ সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৫.৬। ভূকম্পনের উৎসটি ছিল পশ্চিম জাভার সিয়ানজুর নামে এক এলাকায়। মাটি থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার নীচে কম্পনটি সৃষ্টি হয়েছিল বলে জানিয়েছে ইন্দোনেশিয়ার আবহাওয়া ও ভুতাত্ত্বিক বিভাগ। তবে তারা আশ্বস্ত করেছে যে, ভূমিকম্পটি স্থলভাগে সৃষ্টি হওয়ায় ইন্দোনেশিয়ার আবহাওয়া ও ভূ-পদার্থবিদ্যা সংস্থা আশ্বস্ত করেছে যে, সুনামির কোনও সম্ভাবনা নেই।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমকে সিয়ানজুরের প্রশাসনিক প্রধান হেরমান সুহেরমান বলেছেন, ''এখনও পর্যন্ত আমি যা খবর পেয়েছি, তাতে একটি হাসপাতালেই প্রায় ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং আরও ৩০০ জনের চিকিৎসা চলছে। অধিকাংশেরই বাড়িঘরের ধ্বংসস্তুপের নিচে আটকে পড়ে শরীরের বিভিন্ন হাড় ভেঙে গিয়েছে।'' হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়বে বলেই আশঙ্কা করা হচ্ছে। কারণ সিয়ানজুরে মোট ৪টি হাসপাতাল রয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি রিখটার স্কেলে ভূকম্পনের মাত্রা তেমন বেশি না হলেও, বড় মাপের ক্ষয়ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছে ইন্দোনেশিয়া। সেই দেশের জাতীয় বিপর্যয় সংস্থা জানিয়েছে, সিয়ানজুর এলাকার বেশ কয়েকটি বাড়ি এবং একটি ইসলামিক বোর্ডিং স্কুলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। প্রশাসনিক কর্মকর্তারা ক্ষয়ক্ষতির সম্পূর্ণ পরিমাণ মূল্যায়ন করছেন। স্থানীয় টিভি চ্যানেলের ফুটেজে দেখা গিয়েছে সিয়ানজুরের বেশ কিছু ভবন সম্পূর্ণ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

সিয়ানজুরের বাসিন্দারা জানিয়েছেন, বড় মাপের কম্পন অনুভব করেছেন তাঁরা। এক বাসিন্দা জানিয়েছেন, ঘটনার সময় তিনি অফিসে ছিলেন। পায়ের নিচের মাটি আচমকা থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছিল। তিনি প্রথমে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বসেছিলেন। নড়তে পারেননি। কিন্তু, তাঁর হুশ ফেরার পরও মাটি কাঁপছিল। বেশ কয়েক সেকেন্ড ধরে চলে কম্পন, এমনটাই জানিয়েছেন তাঁরা। দীর্ঘ কম্পনের জেরে অনেকে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন, অনেকে বমি করে ফেলেছিলেন বলেও জানা গিয়েছে। মূল ভূমিকম্পটির পরের দুই ঘণ্টায় আরও ২৫টি আফটারশক রেকর্ড করা হয়েছে।

ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তাতেও এই জোরালো কম্পন অনুভব করা গিয়েছে। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রকাশিত ছবিতে দেখা গিয়েছে, বহু মানুষকে বহুতল ছেড়ে আতঙ্কে নীচে নেমে এসেছেন। জাকার্তার সেন্ট্রাল প্লাজায় ইন্দোনেশীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সদর দফতরের বাইরেও সেনা কর্মীদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। ইন্দোনেশিয়া 'প্যাসিফিক রিং অব ফায়ার'-এ অবস্থিত। এটি অত্যন্ত ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল। পৃথিবীর ভূত্বকের বিভিন্ন টেকটোনিক প্লেটগুলি এই বলয়কে ঘিরেই মিলিত হয়। তাই প্রচুর পরিমাণে ভূমিকম্প এবং আগ্নেয়গিরিতে অগ্নুৎপাত ঘটতে দেখা যায়।

আলোর সরণি! *লন্ডনে রয়্যাল বোটানিক্যাল গার্ডেনে ক্রিসমাস লাইটের মধ্য দিয়ে হেঁটে চলেছেন জনৈক ব্যক্তি।*

ইরানে হিজাব বিরোধী সমর্থনের জের

গ্রেফতার দুই অভিনেত্রী

তেহরান: দীর্ঘ ২ মাস ধরে হিজাব বিরোধী বিক্ষোভ চলছে ইরানে। এবার সরকারবিরোধী বিক্ষোভে প্রকাশ্যে সমর্থন করার অভিযোগে দুই ইরানি অভিনেত্রীকে গ্রেফতার করল পুলিশ। হেঙ্গামেহ গাজিয়ানি এবং কাতায়ুন রিয়াহি ইরানের সরকারি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে যোগসাজশ ও বিক্ষোভে অংশ নেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে।

দাবি করা হয়, এই দুই অভিনেত্রী হিজাব ছাড়াই জনসমক্ষে উপস্থিত হয়ে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে সংহতি স্থাপন করেছিলেন। গাজিয়ানি এবং রিয়াহি দুইজনই বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার বিজয়ী অভিনেত্রী। ইরানের প্রসিকিউটর অফিসের নির্দেশে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেফতারের আগে নেট মাধ্যমে শেষ পোস্টে গাজিয়ানি লিখেছেন, 'যাই ঘটুক না কেন, জেনে রাখুন শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আমি ইরানের জনগণের পাশে থাকব'। তিনি আরও লিখেন 'এটাই হয়তো আমার শেষ পোস্ট।'

সেপ্টেম্বরে হিজাবের নিয়ম ভঙ্গ করার অভিযোগে মাহসা আমিনি (২২) নামে এক নারীকে গ্রেফতার করে দেশটির নীতি পুলিশ। এর তিন দিন পর ১৬ সেপ্টেম্বর মাহসা আমিনি মারা যান। জানা যায়, পুলিশের আঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়। তবে ইরানে সরকারি কর্তৃপক্ষ জানায়, মাহসা আমিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে।এরপর থেকে দেশটিতে হিজাব বিরোধী বিক্ষোভ শুরু হয়। মানবাধিকার কর্মীরা বলেছেন ইরানের চলমান বিক্ষোভে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে ৪০০ জন বিক্ষোভকারী নিহত হয়েছেন। এছাড়া ১৬ হাজার ৮০০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বিক্ষোভের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে অন্তত পাঁচজন বিক্ষোভকারীকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে ইরান সরকার।

সিঙ্গাপুর থেকে অ্যান্টার্কটিকায় খাবার ডেলিভারি তরুণীর

সিঙ্গাপুর: বিশ্বের দীর্ঘতম খাবার ডেলিভারি। ৪ মহাদেশের মধ্যে দিয়ে ৩০ হাজার কিমি পাড়ি দিয়ে তরুণী পৌঁছে দিলেন খাবার। সিঙ্গাপুর থেকে খাবার নিয়ে তিনি পাড়ি দেন অ্যান্টার্কটিকায়। ইনস্টাগ্রামে মানাসা গোপাল একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন। সেখানে ধরা আছে তাঁর সিঙ্গাপুর থেকে দক্ষিণ মেরু পৌঁছনোর ভিডিও। চারটি মহাদেশ অতিক্রম করবেন বলেই মানাসা ৩০ হাজার কিমি দূরত্ব অতিক্রম করেন।

সিঙ্গাপুর থেকে মানাসা প্রথমে জার্মানির হামবুর্গ পৌঁছন। তারপর সেখান থেকে আর্জেন্টিনার বুয়েনাস আইরেসের বিমান ধরেন। তার পর উশুয়াইয়া শহর থেকে অ্যান্টার্কটিকার উদ্দেশে রওনা দেন। তার পর বরফ এবং কাদামাখা পথ পেরিয়ে খাবার পৌঁছে দেন নির্দিষ্ট ঠিকানায়। ইনস্টাগ্রামে ভিডিও পোস্ট করে মানাসা লেখেন ''আজ আমি সিঙ্গাপুর থেকে অ্যান্টার্কটিকায় স্পেশাল অর্ডারে খাবার পৌঁছে দিলাম। এই প্রকল্পে জড়িত থাকতে পেরে দারুণ রোমাঞ্চিত লাগছে। তবে প্রতিদিন কিন্তু সিঙ্গাপুর থেকে ৩০ হাজার কিমি পাড়ি দিয়ে বিশ্বের দুর্গম ও প্রত্যন্ততম বিন্দুতে খাবার পৌঁছে দেওয়া হবে না। গত ৫ অক্টোবর ভিডিওটি পোস্ট করেছেন চেন্নাইয়ের বাসিন্দা মানাসা। এখনও পর্যন্ত তার ভিউজ ছাপিয়েছে ৩৯ হাজার।

এই ভিডিও ঘিরে নেটিজেনদের মধ্যে কৌতূহল ছড়িয়েছে। উঠেছে একাধিক প্রশ্ন। সবথেকে বেশি প্রশ্ন হল কোন খাবার অর্ডার করা হয়েছিল? ডেলিভারি ফি কত ছিল? তবে এই কৃতিত্বকে নির্দ্বিধায় বাহবা জানিয়েছেন সকলে। এর আগে গত বছর মানাসা জানিয়েছিলেন তিনি অ্যান্টার্কটিকা সফরের খরচ জোগাড় করতে চান। খুঁজছিলেন কোনও নামী ব্র্যান্ডকেও স্পনসর হিসেবে। তাঁর স্বপ্নপূরণের সঙ্গী হয় ফুডপান্ডা।

বিবিধ

বাংলায় 'খেলা হবে'! তৃণমূলের সরকার টিকবে তো

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাংলায় খেলা হবে স্লোগান তুলে ২০২১-এ বিজেপি পর্যুদস্ত করে ছেড়েছে তৃণমূল। এখন তৃণমূলের সেই স্লোগান বিজেপির মুখে উঠে এল। বিজেপি বিধায়করা বলছেন ডিসেম্বরে বড় খেলা হবে। তারপর বাংলায় সরকার টিকবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ। বিজেপির পদক্ষেপ নিয়ে এমনই ইঙ্গিত দিচ্ছেন দলের বিধায়ক-নেতারা।

বিজেপি বিধায়ক তথা বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ডিসেম্বরে বড় কিছু ঘটতে চলেছে বলে আভাস দেন। তারপর বিজেপির রাজ্য সভাপতি থেকে শুরু করে অন্যান্য নেতা-নেত্রীরাও এই আওয়াজ তুলতে শুরু করেন। সম্প্রতি বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, বিজেপির এমন একটি কৌশল রয়েছে, যা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল সরকারকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিতে পারে। বিজেপি বিধায়ক বলেন, তাঁর দল একটি বড় পদক্ষেপের পরিকল্পনা করছে, যা পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের পতন ঘটিয়ে দিতে পারে। দলের কৌশলকে তিনি বড় খেলা হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের অস্তিত্ব এখন ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে।

তিনি বলেন, ডিসেম্বরে বাংলায় খেলা হবে। ৩০ জনেরও বেশি তৃণমূল বিধায়ক আমাদের দলের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। ফলে ডিসেম্বরের পরে সরকার থাকবে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনে অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, রাজ্য খুব শীঘ্রই আর্থিক জরুরি অবস্থার দিকে যাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, আমরা আমাদের কৌশল প্রকাশ করব না, তবে কিছু ঘটবে। আমাদের নেতৃত্ব বারবার দাবি করছে যে, ডিসেম্বরে একটি বড় খেলা হবে। বাংলার সরকার আর্থিক জরুরি অবস্থার দিকে এগোচ্ছে। এটি একটি দেউলিয়া সরকার। তাদের কাছে টাকা নেই। কীভাবে চালাবে রাজ্য? তারপর অগ্নিমিত্রা বলেন, কারা রাজ্য চালাবে? রাজ্য পরিচালনা করবেন যাঁরা, তাঁদের ৫০ শতাংশই তো জেলে। বাকিরাও যাবে, তখন সরকার চালাবে কে? প্রশ্ন ছুড়ে দেন তিনি। তাঁর এই প্রশ্ন রাজ্য রাজনীতিতে বড় শঙ্কা হয়ে দেখা দেয় কি না, তা জানা যাবে ভবিষ্যতে। সম্প্রতি শুভেন্দু অধিকারী ও সুকান্ত মজুমদারও এই একই দাবি করেছিলেন। রাজ্য সভাপতি আবার এক ধাপ বাড়িয়ে বলেছিলেন তৃণমূলের ৪০ জন বিধায়ক তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। মিঠুন চক্রবর্তী জানান, ২১ জন তৃণমূল বিধায়ক তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখ ছেন। আবার সুকান্ত মজুমদার দাবি করেন, তৃণমূলের শীর্ষ নেতারা শীঘ্রই গ্রেফতার হবেন। শুভেন্দু অধিকারী বলেন, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি এবং সিবিআই তাদের কাদ করে চলেছে। তৃণমূল সরকার ৬ মাস টিকবে না। ডিসেম্বরই সময়সীমা শেষ।

৭ বছরের জেল থেকে পাথর দিয়ে থেঁতলে খুন!

বিশেষ প্রতিনিধি: সমপ্রেমীদের সমর্থনে রামধনু রঙের টি-শার্ট পরে স্টেডিয়ামে ঢুকেছিলেন তিনি। কিন্তু গোল বাঁধল পুলিশ ওই টি-শার্ট খুলতে বলায়। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ গর্জে ওঠেন ওই মার্কিন সাংবাদিক। তাতে অবশ্য বিশেষ লাভ হয়নি। তাঁকে আটক করে স্টেডিয়াম থেকে সরিয়ে নিয়ে যান নিরাপত্তারক্ষীরা। কাতার বিশ্বকাপের মধ্যে এই ঘটনায় নতুন করে দানা বেঁধেছে বিতর্ক। প্রশ্ন উঠেছে মধ্য প্রাচ্যের এই দেশের সমপ্রেমী আইন নিয়েও। ইতিমধ্যেই মার্কিন সাংবাদিককে সমর্থন জানিয়েছেন নেটিজেনদের একাংশ। অন্যদিকে কাতারবাসীরা আবার ওই আইনকে সমর্থন জানিয়ে সোশাল মিডিয়ায় পালটা জবাব দিতে ছাড়েননি। প্রসঙ্গত, বিশ্বকাপের মঞ্চে ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে ইরানের হিজাব আন্দোলনের রেশ। সোমবার প্রথম ম্যাচ খেলতে নামার আগে জাতীয় সংগীত গাইতে অস্বীকার করেন ইরানের খেলোয়াড়রা। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতে এবার সামনে এল সমপ্রেমী আইন নিয়ে বিতর্ক।

২২ নভেম্বর বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে ওয়েলসের বিরুদ্ধে মাঠে নামে আমেরিকা। খেলা দেখতে কাতারের রিয়ান স্টেডিয়ামে হাজির ছিলেন মার্কিন সাংবাদিক গ্রান্ট ওহাল। পরনে ছিল রামধনু রঙের টি-শার্ট। ওই সময় তাঁকে কাতার পুলিশ আটক করে বলে অভিযোগ। পরে এই নিয়ে টুইট করেন গ্রান্ট। সেখানে তিনি লেখেন, ''খেলা চলাকালীন একজন পুলিশ আধিকারিক হঠাৎই আমার কাছে চলে আসেন। এই ধরনের টি-শার্ট পরার অনুমতি নেই বলেও জানান তিনি।'' এর পরই তাঁকে আধ ঘণ্টার জন্য আটক করা হয় বলে টুইটে লিখেছেন গ্রান্ট।

তাঁর এই টুইটের পরই দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েন

নেটিজেনরা। কাতারের শিক্ষাবিদ নায়েফ বিন নাহার বলেন, ''যা ঘটেছে তাঁর জন্য আমি গর্বিত। পশ্চিমী দুনিয়ার অনেকেই মনে করেন, তাঁদের মূল্যবোধই শেষ কথা। সেটাই সবাইকে মেনে চলতে হবে। এটা কখনই হতে পারে না।'' যদিও এর সম্পূর্ণ উলটো ব্যাখ্যা দিয়েছেন প্যাট্রিক ভিজিল। ''সমপ্রেমীরাও মানুষ এটা মানতে হবে। এর আগে অনেক ফুটবল ক্যাপ্টেন রামধনু রঙের আর্ম ব্যান্ড পড়ে খেলেছেন। ওই মার্কিন সাংবাদিক কাতারের আইনের বিরুদ্ধে কিছু করেননি। উনি শুধু প্রেমের একটা বার্তা দিতে চেয়েছেন।'' পালটা যুক্তি দিয়েছেন প্যাট্রিক।

উল্লেখ্য, শরিয়া আইন অনুযায়ী চলে কাতার। ওই আইন অনুযায়ী, সমপ্রেম মধ্য এশিয়ার এই দেশে নিষিদ্ধ। কাতারে কোনও সমপ্রেমী যুগল ধরা পড়লে তাঁদের এক থেকে সাত বছরের জন্য জেল হতে পারে। শুধু তাই নয়, পাথর ছুড়ে সমপ্রেমীদের হত্যা করার নিয়মও রয়েছে এই দেশে।

দেখা হল না শুভেন্দুর সঙ্গে, জল্পনা

প্রথম পাতার পর...

এরই মধ্যে বিধানসভা বিরোধী দলনেতার ঘরে গিয়েও শুভেন্দু-সুকান্তের মিলিত না হওয়া সেই জল্পনার পারদ আরও ছড়িয়ে দিয়েছে।

একুশের নির্বাচনের পরে দিলীপ ঘোষকে সরিয়ে উত্তরবঙ্গের সুকান্ত মজুমদারকে বিজেপির রাজ্য সভাপতি করা হয়েছিল। আর বিরোধী দলনেতা নিযুক্ত হয়েছিলেন দক্ষিণবঙ্গের শুভেন্দু অধিকারী। দুই তরুণ-তুর্কি নেতাকে সামনে রেখে বিজেপি রাজ্যে ঘুরে দাঁড়ানোর খেলায় নেমেছিল। কিন্তু বিধানসভা নির্বাচনের পরবর্তীকালে কোনও নির্বাচন এখন পর্যন্ত জিততে পারেনি তারা।

তাই পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে বিজেপির নেতৃত্ব বদলের জল্পনা শুরু হয়। সেই জল্পনা ব্যতিরেকে গত দেড় বছরে বিধানসভার বাইরে সুকান্ত ও শুভেন্দুর একসঙ্গে থাকা, না থাকা, সভা বা মিছিলে একসঙ্গে হাঁটা বা না হাঁটা নিয়ে কম সমালোচনা হয়নি। যদিও প্রকাশ্যে তাঁদের বিরোধী শুভেন্দু বা সুকান্ত কেউই তা মানতে চাননি। রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের বিধানসভায় আসার কর্মসূচি বিজেপির মিডিয়া সে তাদের অফিসিয়াল গ্রুপে জানিয়েছিল। সেখানে উল্লেখ করা হয়, দুপুর দেড়টা নাগাদ বিধানসভায় দলীয় বিধায়কদের সঙ্গে সুকান্তর বৈঠকের কথা জানানো হয়। কিন্তু বিজেপি বিধায়কদের একাংশ তা জানতেন না বলে দাবি করা হয়েছে। এরপর বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী-সহ একাংশ বিধায়ক না উপস্থিত থাকা নিয়ে জল্পনা দানা বাঁধে।

মন্ত্রীর কথায় গিমিক

প্রথম পাতার পর...

এদিকে রেলমন্ত্রীর দাবির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর দাবির যে আকাশ-পাতাল ফারাক রয়ে গেছে তা নিয়ে বিজেপি সরকারকে কটাক্ষ করতে ছাড়ছেন না বিরোধীরা। তাঁদের দাবি, বিজেপি এভাবেই মানুষকে বোকা বানানোর খেলায় মেতেছে। কেন্দ্র সরকারের কথার সঙ্গে কাজের কোনও মিল নেই। তাদের স্বৈরাচারী সিদ্ধান্তের ফল ভোগ করছেন দেশের সাধারণ মানুষ। তবে রেলমন্ত্রী যে বেফাঁস কথা বলে ফেলেছেন সে কথা মানছেন বিজেপির প্রথম সারির নেতারাই। ফলে তাঁরা নেমে পড়েছেন ড্যামেজ কন্ট্রোলে। এখন দেখার কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীর এই 'মিথ্যা ভাষণ' ভোটের ময়দানে বিজেপিকে কতটা ডিভিডেন্ড দেয়।

মহাসমুদ্রের তলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে এ কোন বিচিত্র প্রাণী?

বিশেষ প্রতিনিধি: সমুদ্র হল বিস্ময়ের ভাণ্ডার। সেখানে নিয়তই কত অদ্ভুতুড়ে আশ্চর্য প্রাণীর দেখা মেলে। আবার বিজ্ঞানীরাও সেখানে অদ্ভুতুড়ে আশ্চর্য প্রাণীর সন্ধান পান। তাঁরা তাঁদের পূর্ববর্তী গবেষণাকে পেরিয়ে আরও নতুন করে গবেষণায় নামার জন্য কোমর বাঁধেন। সম্প্রতি সমুদ্রনিমগ্ন আগ্নেয়গিরির কাছে এক অ-ভূতপূর্ব প্রাণীর দেখা পেয়েছেন সমুদ্রবিশেষজ্ঞেরা। মিউজিয়াম ভিক্টোরিয়া রিসার্চ ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী ও গবেষকেরা ইল মাছের মতো দেখতে মাছটি দেখে বিস্মিত হয়ে গিয়েছেন। সঙ্গে আরও বেশ কয়েকটি নতুন ধরনের সামুদ্রিক প্রাণী আবিষ্কার করেছেন তাঁরা।

কী ভাবে নতুন জাতের এই সব সামুদ্রিক প্রাণীর হদিশ মিলল?

অস্ট্রেলিয়ার অতি প্রত্যন্ত কোকোস আইল্যান্ড মেরিন পার্কে একটি এক্সপিডিশনের মাধ্যমে এদের

হদিশ মিলেছে। জায়গাটা ঠিক কোথায় সেটা আরও হয়তো স্পষ্ট হবে, যদি বলা হয়, জায়গাটি অস্ট্রেলিয়ার পার্থের ২,৭৫০ কিলোমিটার উত্তরপশ্চিমে, তা হলে বোধ হয় ভূগোলটা একটু স্পষ্ট হবে। ২৭টি ছোট ছোট দ্বীপ দিয়ে তৈরি এই ভূখণ্ড। সাদা বালির বিচ, পাম গাছ আর লেগুনে পরিপূর্ণ এক ভৌগোলিক অঞ্চল। সেখানেই অভিযান চালাতে গিয়ে বিজ্ঞানীদের চোখে ধরা পড়েছে প্রাণীগুলি।

কী কী মিলেছে সমুদ্রের তিন মাইল আন-ডিসকভারড এলাকার মধ্যে সন্ধান চালিয়ে পাওয়া গিয়েছে জিলেটোনিয়াস ত্বক সম্পন্ন এক ধরনের ইল, যাদের তখনও চোখ ফোটেনি। প্রাণীটিকে দেখে স্তম্ভিত বিজ্ঞানীরা।আর দেখা গিয়েছে বড় পাখনাওয়ালা লিজার্ডফিশ। যে প্রাণীটির ওভারি ও টেস্টিস দুটিই আছে!

হিজাব বিতর্কে সংঘর্ষ হাওড়ার সরকারি স্কুলে

প্রথম পাতার পর...

এই ঘটনা প্রসঙ্গে হাওড়া সিটি পুলিশের এক শীর্ষ কর্তা বলেন, 'প্রি-বোর্ড পরীক্ষা চলছে স্কুলে। এই আবহে সোমবার কিছু ছাত্রী হিজাব পরে স্কুলে গিয়েছিল। তাদের দেখে ছাত্রদের আরেকটি দল নামাবলী পরার অনুমতি দেওয়ার দাবি জানায়। স্কুল কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের স্কুলের ড্রেস কোড অনুসরণ করতে বলে উত্তেজনা প্রশমিত করে।'

ছড়িয়ে দিতে হবে জনমানসে

প্রথম পাতার পর...

বক্তব্য রাখেন সংগঠনের আর এক যুবনেতা সেখ সাইফুদ্দিন।

এদিনের অনুষ্ঠানের সর্বশেষ বক্তা ছিলেন আইমার কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব অধ্যাপক তিমিরবরণ সিনহা। তিনি তাঁর বক্তব্যে নানা বিষয় উপস্থাপন করেন। সমাজের অবক্ষয়, মুসলমান সমাজের দ্বিধাবিভক্ত অবস্থা, রাজনৈতিকভাবে তাদের অবস্থান ইত্যাদি নানা বিষয় উঠে আসে তাঁর বক্তব্যে। মুসলিম সমাজকে একত্রিত হয়ে কাজ করার কথা বলেন তিনি। তাঁর কথায়, ''আমরা প্রতাপপুরের হুজুর কেবলা ও ভাইজানকে কাছে পেয়ে গর্বিত। আমরা আনন্দিত তাঁদের সংস্পর্শে এসে। আমরা দীর্ঘ ১২ বছর ধরে নিজেদের অনেক পরিবর্তন সাধন করতে পেরেছি। এবার সবাইকে একত্রিত হয়ে আইমার কর্মকাণ্ডকে জনমানসে ছড়িয়ে দিতে হবে।''

এদিনের এই সভাতে উল্লেখিত বক্তারা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আইমার ময়না ব্লকের প্রাক্তন সভাপতি সাইফুদ্দিন প্রামাণিক, ওই ব্লকের সহ-সভাপতি মুস্তাকিম মল্লিক, গোকুলনগর আইমা ইউনিটের সম্পাদক ওসিউর রহমান, মুস্তাকিন মল্লিক ছাড়াও পিংলা ব্লকের নেতৃবৃন্দ। এছাড়াও স্থানীয় দুই পঞ্চায়েত সদস্যও এদিনের অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন পিংলা ব্লকের বিশিষ্ট নেতৃত্ব সেখ মোসলেম।

খামটি, লস্করপুর ও বরুঘেটিক গ্রামের কর্মীদের নিয়ে সভা ও ইউনিট গঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোট এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সংগঠনও। তার পাশাপাশি আইমার নেতৃত্ব ও কর্মীরা মাটি কামড়ে পড়ে থেকে সংগঠনের হাল ধরে আছেন। নিয়মিত পর্যালোচনাসভা, আইমার উদ্দেশ্যকে মানুষের সামনে তুলে ধরা, আইমার ইউনিটগুলোকে মানুষের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া সবমিলিয়ে ঘুম নেই সংগঠনের সদস্যদের।

রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণে বর্তমানে তিতিবিরক্ত এই সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশের মানুষ। ফলে স্বাভাবিকভাবেই শাসকদলের কপালে চিন্তার ভাঁজ। অন্যদিকে ৩৪ বছরের বাম শাসনকে সহ্য করা মুসলিম সমাজ আর তাদের বিশ্বাস করতে পারছে না। তাছাড়া কংগ্রেসের অবস্থা ছন্নছাড়া। এই অবস্থায় পশ্চিম বাংলার মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ বিকল্পের সন্ধান করছেন। আর তাঁদের জন্য অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন বা আইমা-ই যে একমাত্র বিকল্প হয়ে সেই ভরসা মানুষের মধ্যে জাগতে শুরু করেছে। তবে আইমা সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের কোনও সংগঠন নয়। আইমার ছাতার নীচে আশ্রয় নিতে পারেন সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষই। এমনকী হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষদের জন্যও আইমার দরজা খোলা আছে। আইমার এই ধর্মনিরপেক্ষ ভাবমূর্তির জন্যই আজ সংগঠনের এক তৃতীয়াংশ সদস্য এসেছেন প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের মধ্যে থেকে।

একটা সংগঠন চালাতে গেলে প্রথমে যেটা দরকার তা হল বিশ্বাসযোগ্যতা। অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন সেই জায়গাটা তৈরি করতে পেরেছে। তাই হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান সহ সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষের ভরসার জায়গা হল আইমা। কারণ, আইমা সুপ্রিমো পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানকে মানুষ ইসলাম ধর্মের কোনও নেতা না ভেবে নিজেদের কাছের মানুষ, কাজের মানুষ ভাবেন। তাছাড়া সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা এবং সর্বভারতীয় সভাপতি হুজুর কেবলা আল্লামা সৈয়দ খালেদ আলি হোসাইনি সাহেবের প্রতি রয়েছে মানুষের অগাধ শ্রদ্ধা। ফলে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন কখনওই সাম্প্রদায়িকতা দোষে দুষ্ট হয়নি। হিন্দু-মুসলিম সদস্যরা তাই সংগঠনের কাজ করে চলেছেন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। প্রতিনিয়ত সাংগঠনিক কাজকর্ম, আলোচনাসভায় ব্যস্ত রেখেছেন নিজেদের।

এবার তেমনই একটি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হল পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুর ব্লকের ভগবানপুর-১ অঞ্চলের অন্তর্গত খামটি, লস্করপুর ও বরুঘেটিক গ্রামের কর্মীদের নিয়ে। এই সাংগঠনিক আলোচনাসভায় অংশগ্রহণ করেন ওই অঞ্চলের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, শিক্ষকদের পাশাপাশি স্থানীয় মানুষজন। আইমা নেতৃত্বদের কাছে পেয়ে তাঁরা অত্যন্ত খুশি হন। তাঁরা জানান, আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল ভাইজান সমাজের মানুষের জন্য যে কাজ করে চলেছেন তা সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের থেকে ভাইজানের চিন্তা-ভাবনা যে আলাদা এবং উন্নত, সেকথাও মেনে নেন তাঁরা। এদিনের এই আলোচনাসভায় সংগঠন সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেন আইমা নেতৃত্ব। তাঁদের কথা শুনে আপ্লুত হয়ে পড়েন উপস্থিত মানুষজন। আইমা সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের চিন্তা ও চেতনাকে গ্রামবাংলার দিকে দিকে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে অঙ্গীকারবদ্ধ হন তাঁরা। এরই পাশাপাশি খামটি, লস্করপুর ও বরুঘেটিক অঞ্চল তিনটি নিয়ে কেএলবি নামে সংগঠনের একটি ইউনিট গঠন করা হয় এদিন। যাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এমন একটা আলোচনাসভা, তিনি হলেন আইমার একজন অত্যন্ত সক্রিয় নেতৃত্ব মুজিবুর রহমান। মূলত তাঁরই প্রণোদনায় এমন একটি অনুষ্ঠান সফলতা লাভ করে।

এদিনের এই মহতী কর্মযজ্ঞে আরও যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হলেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা আইমার প্রাক্তন সম্পাদক ও বর্তমানে ভগবানপুর ব্লকের নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতৃত্ব সেখ আবদুল হান্নান, ওই ব্লকেরই নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতৃত্ব সেখ জিল্লুর রহমান, নন্দকুমার ব্লকের যুব নেতৃত্ব ও ভগবানপুর ব্লকের নব দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতৃত্ব সেখ সারুক, নন্দকুমার ব্লক আইমার যুব সদস্য সেখ আশিক, সেখ মুস্তাক হাসান, সেখ আফরোজ প্রমুখ।

সম্প্রতি নন্দীগ্রাম ব্লকে আইমার কর্মীদের নিয়ে একটি বৈঠক হয়ে গেল। সেখানেই কর্মীদের উদ্দেশ্যে বার্তা দিচ্ছেন উপস্থিত নেতৃত্ব।

কোলাঘাটের সাগরবাড়ে আইমার যুব কমিটি গঠনের প্রস্তুতি সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ২১ নভেম্বর সোমবার কোলাঘাট ব্লক আইমার নেতৃত্বদের উদ্যোগে সাগরবাড় অঞ্চলে আইমা যুব কমিটি গঠনের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোলাঘাট ব্লক আইমার নেতৃবৃন্দ ছাড়াও ওই ব্লকের অন্তর্গত বিভিন্ন ইউনিটের নেতৃত্ব ও কর্মীরা।

আইমার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রসার ঘটানোর জন্য সংগঠনের সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন সাহেবের যে নির্দেশনা তাকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করেন আইমার কর্মীরা। ফলে একেবারে তৃণমূল স্তর থেকেই সংগঠনকে মজবুত করার প্রস্তুতি চলতেই থাকে। তার ফলও হাতেনাতে মিলেছে। এই মুহূর্তে আইমার জনপ্রিয়তার ধারেকাছে নেই কোনও সংগঠন। যদিও কোনও কিছুর সঙ্গে আইমার তুলনাটা সংগঠনের নীতিবিরুদ্ধ। তবে ক্ষেত্র বিশেষে তুলনাটা এসেই যায়। কারণ, সামাজিকভাবে গত এক যুগ ধরে যে কাজ করে চলেছে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন তার কোনও তুলনাই চলে না। আইমার সভাপতি হুজুর কেবলা আল্লামা সৈয়দ খালেদ আলি আল হোসাইনি সাহেবের আদর্শ এবং সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের নীতিকে পাথেয় করেই আইমার এই জয়যাত্রা। দিনের পর দিন যার পরিধি বেড়েই চলেছে। যুব সমাজের আইকন তথা মুসলিম উম্মাহর অন্যতম জনপ্রিয় নেতা রুহুল আমিন সাহেবের নির্দেশে বর্তমানে যে কর্মকাণ্ড শুরু করেছে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন, অদূর ভবিষ্যতে তার সুদূরপ্রসারী ফল বাংলার সাধারণ মানুষের জন্য যে ভালো কিছুই বয়ে আনবে একথা হলফ করে বলাই যায়। আর সেই লক্ষ্যে সফল হওয়ার জন্য আইমার বহু নতুন ইউনিট তৈরি করে মানুষের জন্য কাজ করে চলেছেন সংগঠনের নেতাকর্মীরা। কোলাঘাটের সাগরবাড়ে আইমার যুব কমিটি গঠনের প্রস্তুতি সেই প্রক্রিয়ারই ফসল। যেখানে আইমা নেতৃত্বের এমন অভাবনীয় উদ্যোগ নজর কেড়েছে সমাজের বিশিষ্টদের।

দুঃস্থ মহিলার বিবাহে আর্থিক সহায়তা মহিষাদল আইমা টোটো ইউনিয়নের

নিজস্ব প্রতিনিধি: অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের দানের হাত দিনকে দিন যেভাবে প্রসারিত হচ্ছে তার কোনও তুলনা হতে পারে না। গোদা বাংলায় বলতে গেলে আইমার তুলনা একমাত্র হতে পারে আইমার সঙ্গেই। আইমার দানের ইতিহাস বলে শেষ করা যাবে না। বিন্দু বিন্দু জল জমে যেমন সিন্ধু তৈরি হয়, তেমনই আইমার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দান মিলিত হয়ে এক বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়েছে। এর আগে বহু দুঃস্থ, রোগী, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা আইমার কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পেয়েছেন। এমনকী আইমার দানের হাত থেকে বঞ্চিত হননি অসহায় মানুষও। ফলে আর্থিক সাহায্য পেয়ে তাঁরা যেমন আইমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন, তেমনই পাল্লা দিয়ে বেড়েছে আইমার কর্মীদের বিনয়। তাঁরা অহংকারী হয়ে ওঠেননি। বরং আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের শিক্ষা ও আদর্শ তাঁদের বিনয়ী হতে উৎসাহিত করেছে। আর সেই নীতিতে ভর করেই তাঁরা খবর পাওয়া মাত্রই ছুটে যান অসহায়-দুঃস্থ মানুষদের কাছে। কার কী প্রয়োজন তার খোঁজ নেন। নিজেদের সাধ্যমতো উজাড় করে দেন ওইসব দুঃস্থ মানুষদের জন্য। এটাই হুজুর কেবলার শিক্ষা, এটাই আইমা সুপ্রিমোর আদর্শ, এটাই আইমার বৈশিষ্ট্য। এবার এই বৈশিষ্ট্যকে সঙ্গী করে মহিষাদল আইমা টোটো ইউনিয়ন এগিয়ে এল এক অসহায় পরিবারের সাহায্যার্থে। ওই ইউনিয়নে সদস্যরা মিলে একজন দুঃস্থ মহিলার বিয়েতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করলেন। মহিষাদল আইমা টোটো ইউনিয়ন টোটো চালকদের একটি সংগঠন। তাঁরা আইমার কর্মধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে অনেক আগেই সংগঠনে নাম লিখিয়েছেন। তারপর থেকে প্রায় নিয়ম করেই তাঁরা মানুষের অভাব-অভিযোগ, সুবিধা-অসুবিধায় পাশে এসে দাঁড়ান। দুঃস্থ মহিলার বিয়েতে আর্থিক সহায়তা প্রদান তাঁদের সেই বৈশিষ্ট্যেরই প্রতিফলন। আর এই ব্যাপারে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন যিনি, তিনি অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন সংগঠনের অত্যন্ত জনপ্রিয় যুবনেতা মহম্মদ হোসেন। তাঁর নেতৃত্বেই এমন গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি পালিত হয়ে আসছে দীর্ঘদিন ধরেই।

ক্যান্সার আক্রান্ত ব্যক্তিকে অর্থ সাহায্য মহিষাদল ব্লক আইমার

নিজস্ব প্রতিনিধি: মহিষাদল আইমা টোটো ইউনিয়নের পর এবার মহিষাদল ব্লক আইমা। আবার খবরের শিরোনামে উঠে এল অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের এই ইউনিটটি। সংগঠনের সদস্যদের প্রচেষ্টায় মহিষাদল ব্লক আইমার পক্ষ থেকে ক্যান্সার আক্রান্ত এক দুঃস্থ ব্যক্তিকে আর্থিক সহযোগিতা করা হল। একইসঙ্গে ওই ব্যক্তির হাতে তুলে দেওয়া হল কিছু খাদ্য সামগ্রীও। আইমা পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁর আরোগ্য কামনা করা হয়। সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের নির্দেশ মহিষাদল ব্লক আইমার সদস্যরা ওই ব্যক্তির হাতে খাদ্য সামগ্রী ও অর্থ সাহায্য তুলে দেন। আইমার এই মানবিক গুণে মুগ্ধ হয়ে ভাইজান এবং নেতৃত্বদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন ওই ব্যক্তি। তাছাড়া তাঁর হাতে অর্থ সাহায্য তুলে দিতে পেরে খুশি আইমা নেতৃত্বও। আগামী দিনেও তাঁরা এভাবেই আইমার কর্মকাণ্ডকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন বলে জানিয়েছেন।

আইমার কাকদ্বীপ ইউনিটের উদ্যোগে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি: সাধারণত গরমের সময় রক্তের আকাল দেখা দেয় রাজ্য জুড়ে। ফলে গরমকালেই রক্তদান শিবিরের তোড়জোড় দেখা যায় রাজ্যে। কিন্তু অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন সবসময় ব্যতিক্রমী চিন্তাধারায় বিশ্বাসী। তাই স্থান-কাল-পাত্র নির্বাচনের থেকেও এই সংগঠনের কাছে মানুষের প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দেয়। ফলে বছরের যে কোনও সময় রক্তদানের মতো কর্মসূচি গ্রহণ করতে কোনও সমস্যা হয় না আইমার সদস্যদের। সেই চিন্তাধারাকে মান্যতা দিয়েই গত ২০ নভেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা আইমার অন্তর্গত কাকদ্বীপ ইউনিটের উদ্যোগে একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। রক্তদানের মতো মহৎ দান এই পৃথিবীতে কমই আছে। অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা নিজেরা যেমন তার গুরুত্ব যেমন বোঝেন, তেমনই মানুষকেও এই মহৎ কর্মযজ্ঞে সামিল করতে তাঁদের জুড়ি মেলা ভার। ফলে তাঁদের ডাকে সাড়া দিয়ে এই রক্তদান শিবিরে প্রায় ৮০ জন পুরুষ ও মহিলা রক্তদান করেন। কাকদ্বীপ আইমা ইউনিটের সদস্যদের এই শীতকালীন রক্তদানের কর্মসূচি ভূয়সী প্রশংসা লাভ করে।

ওড়িশার রহমতনগর আইমা ইউনিটের উদ্যোগে ফুটপাথবাসীদের কম্বল বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভিন রাজ্যে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের যতগুলো ইউনিট আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে প্রতিবেশী ওড়িশা রাজ্যের আইমা ইউনিটগুলো। কারণ হিসাবে বলা যায়, পশ্চিম বাংলার বাইরে আইমার প্রথম পদার্পণ এই ওড়িশা রাজ্যেই। ফলে সেখানকার ইউনিটের সদস্যরা প্রাণপণ চেষ্টা করেন সর্ব অবস্থায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে, যাতে আইমার সভাপতি হুজুর কেবলা আল্লামা সৈয়দ খালেদ আলি আল হোসাইনি এবং সংগঠনের সুপ্রিমো পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের মুখকে উজ্জ্বল করা যায়। এমনিতেই ওড়িশা রাজ্যজুড়ে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের কাজ দারুণ প্রশংসিত হয়েছে। সেখানকার সাধারণ মানুষ আইমাকে নিজেদের সংগঠন ভাবতে শুরু করেছেন। নানারকম সমস্যায় ছুটে আসছেন আইমা নেতৃত্বের কাছে। ভাইজানের নীতি-আদর্শে বিশ্বাসী সংগঠনের সদস্যরাও মানুষের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসছেন অকুণ্ঠ চিত্তে। এবার তেমনভাবেই অসহায় ফুটপাথবাসীদের সাহায্যে এগিয়ে এলেন সংগঠনের কর্মীরা। ওই রাজ্যের রহমতনগর আইমা ইউনিটের পক্ষ থেকে সম্প্রতি অসহায় ফুটপাথবাসীদের মধ্যে কম্বল প্রদান করা হল। শীতের আবহে আইমার এই মানবিকতা নজর কেড়েছে স্থানীয় মানুষজনের। একইসঙ্গে শীতবস্ত্র হিসাবে কম্বল প্রাপ্তির পর খুশির ঝলক ফুটে উঠেছে অসহায় মানুষগুলোর চোখেমুখে। কৃতজ্ঞ চিত্তে আইমার এই দান গ্রহণ করেছেন তাঁরা।

বেলডাঙ্গা আইমা ইউনিটের পক্ষ থেকে কম্বল দেওয়া হল দুঃস্থ মানুষদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে শীতের আমেজ। অর্থাৎ ঠান্ডার মরশুম কাছেই। যদিও হাড় কাঁপানো শীত এখনও পড়েনি। তবে কর্তব্যে গাফিলতি না-পসন্দ আইমার কর্মীদের। বিশেষ করে প্রবল ঠান্ডায় যাদের গায়ে গরম পোশাকটুকু ওঠে না, তাদের জন্য আইমা হাজির সবার আগে। তাই শীতের মরশুম শুরু হতেই অসহায়, দুঃস্থ, পথচারী মানুষগুলোর জন্য কম্বলের ব্যবস্থা করলেন মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত বেলডাঙ্গা আইমা ইউনিটের সদস্যরা। গত ১৯ নভেম্বর শনিবার ওই ইউনিটের পক্ষ থেকে অসহায়-দরিদ্র মানুষদের হাতে শীতবস্ত্র হিসাবে কম্বল তুলে দেওয়া হল।

মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা আইমা ইউনিট দীর্ঘদিন ধরেই সমাজসেবামূলক কাজ করে চলেছে। মানুষের পাশে থেকে, মানুষের জন্য কাজ করে যথেষ্ট প্রশংসা পেয়েছেন ওই ইউনিটের নেতা-কর্মীরা। কিন্তু আইমার সদস্যরা প্রশংসার কাঙাল নন। সংগঠনের সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের আদর্শে বিশ্বাসী তাঁরা। ফলে তাঁর দেখানো পথেই নীরবে এবং নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে যেতে পছন্দ করেন তাঁরা। এদিনের কম্বল বিতরণী কর্মসূচি সেই আদর্শেরই প্রতিফলন। দরিদ্র, নিরন্ন মানুষগুলোর হাতে কম্বল তুলে দিতে পেরে যেমন বেলডাঙ্গা আইমা ইউনিটের কর্মীরা খুশি, উল্টোদিকে শীতবস্ত্র প্রাপ্তির পর তারাও ধরে রাখতে পারেনি তাদের আবেগ। কম্বল হাতে নিয়ে তাই ফ্যালফ্যাল করে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে নিজেদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছিল অসহায় মানুষগুলো। এখানেই আইমার জয়। কারণ এভাবেই ভাইজানের দেখানো পথে আইমাই পারে মানুষের ভালোবাসা অর্জন করে নিতে। সেইসঙ্গে বার বার এটাও প্রমাণ করে, আইমা আছে মানুষের পাশে, আইমা আছে মানুষের সাথে।

প্রতিবাদে পথে পাঁশকুড়া আইমা ইউনিট

নিজস্ব প্রতিনিধি: কেন্দ্র সরকারের স্বৈরাচারী নীতির ফাঁসে পড়ে হাঁসফাঁস অবস্থা জনগণের। পেট্রোল, ডিজেল, রান্না গ্যাস সহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি এবং পাঁশকুড়া পৌর এলাকার রাস্তাঘাট, পানীয়জল, স্ট্রিট লাইট ও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বাড়িতে ব্যাপক দুর্নীতির প্রতিবাদে এবার তীব্র প্রতিবাদে সামিল হল অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের পাঁশকুড়া ইউনিটের পক্ষ থেকে প্রতাপপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে মুড়িপুকুর হাট পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিলে সামিল হন কর্মীরা। এদিনের এই সভায় উপস্থিত ছিলেন আইমার বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব।

9733684773
mazed.sk13@gmail.com
M Enterprise
Prop.- Sk. Mazed
Govt. Contractor of Civil, Mechanical & General Order Suppliers & Transporter
Residence : VilL-Barsundra, P.O.-Iswardaha Jalpai, Dist.-Purba Medinipur, Pin-721654
Office : Barsundra Bat Tala, Haldia, Purba Medinipur
9733684773 / 7797147865 enterprisem73@gmail.com
Vehicle & Machinaries Rental Service.

দ্য ভয়েস অব
ওয়াদি
শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সংবাদ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা
২৯ রবিউস সানি ১৪৪৪ হিজরি ○ ২৫ নভেম্বর ২০২২ ○ ৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৯ ○ শুক্রবার

সাভারকর ও হিন্দুত্ববাদের প্রসার

এ যেন চোরের মায়ের বড় গলা! চোর চুরি করবে অথচ সেটা বলা যাবে না। বললেই এফআইআর বা বিদ্বেষ-বাণ ধেয়ে আসবে তাঁদের দিকে, যাঁরা চোরকে চোর বলছেন। সম্প্রতি এমনই একটি এফআইআর দায়ের হয়েছে প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে। তাঁর 'অপরাধ' তিনি আরএসএসের প্রতিষ্ঠাতা বিনায়ক দামোদর সাভারকরকে ব্রিটিশদের সাহায্যকারী বলেছেন। আর তাতেই গোঁসা হয়েছে চরম হিন্দুত্ববাদী, বিপ্লবীদের শত্রু, প্রতারক ও ব্রিটিশের দালাল সাভারকরের নাতির। রঞ্জিত সাভারকর নামে ওই ব্যক্তি তাই রাহুল গান্ধীর নামে এফআইআর দায়ের করেছেন মুম্বাইয়ের শিবাজি পার্ক থানায়। আরও মজার ব্যাপার হল, ব্রিটিশ সরকারের কাছে মুচলেকা দেওয়া বিনায়ক দামোদর সাভারকরকে 'শরদ পাওয়ারের চেয়ে বড় নেতা' হিসাবে প্রতিপন্ন করার হাস্যকর চেষ্টারও ত্রুটি রাখেননি রঞ্জিত সাভারকর। এসব বোকা বোকা কাণ্ড করে ওই ব্যক্তি যেভাবে জনগণের হাসির খোরাক হয়েছেন, সে কথা না হয় উহ্যই থাক। বরং আমরা এই 'বীর' নামধারী বিভীষণের ইতিহাসটা একটু ঝালিয়ে নিই।

স্বাধীনতা আন্দোলনে যেসব বীর বিপ্লবীরা অত্যাচারী ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে লড়াই করেন, ধরা পড়ার পর তাঁদের স্থান হয় আন্দামান সেলুলার জেলে। কালাপানি পেরিয়ে মূল ভূখণ্ডে ফিরে আসা তাঁদের পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব হয়ে পড়ত। প্রথম জীবনে সাভারকরকেও রাখা হয় আন্দামান সেলুলার জেলে। কিন্তু বিজেপির হিন্দুত্বের আইডিওলজির জন্মদাতা এবং তাদের বিদ্বেষ ও বিভেদ মূলক আদর্শের আঁতুড়ঘর আরএসএস প্রধান ও সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণমনা রাজনৈতিক-ধার্মিক দল হিন্দু মহাসভার সভাপতির সহ্য হয়নি জেলের ভাত। তাই বার বার ব্রিটিশদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে এবং তাদের সাহায্য করার অঙ্গীকার করে ছাড়া পান তিনি। বিশিষ্ট সাংবাদিক

পবন কুলকার্নি 'দ্য ওয়্যার' পত্রিকায় এক নিবন্ধে লিখেছেন, ''সাভারকর এবং হিন্দু মহাসভার যৌথ সহযোগিতায় ভর করে ব্রিটিশরা আজাদ হিন্দ ফৌজকে পরাস্ত করেছিল।'' বেইমানির এর থেকে চূড়ান্ত নিদর্শন আর কী হতে পারে? 'টু নেশন থিওরি' চিন্তাভাবনার জনক সাভারকর নিজের দোষ ঢাকতে কৌশলে 'মহাত্মা গান্ধী দেশভাগের জন্য দায়ী' এই তত্ত্বকে খাড়া করতে পেরেছিলেন। তাঁর হাজার হাজার অন্ধ ভক্ত সেই তত্ত্ব গিলে গান্ধী বিদ্বেষী হয়েও উঠেছিল। তেমনই একজন অন্ধ ভক্ত ছিল নাথুরাম গডসে। তার পরের ইতিহাস তো সবারই জানা। গান্ধীকে খুন করে পরবর্তীতে ভারতবাসীর কাছে কুখ্যাত হয় গডসে।

আজ রাহুল গান্ধী সাভারকরকে ব্রিটিশদের সহযোগী বলেছেন বলে গোঁসা হচ্ছে হিন্দুত্ববাদীদের। দীর্ঘদিন কংগ্রেসের নুন খাওয়া অসমের বর্তমান বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা এখন রাহুল গান্ধীকে ইতিহাস জানার পাঠ দিচ্ছেন। 'হিন্দুদ্রোহী' বলে দেগে দেওয়ার চেষ্টা করছেন তাঁকে। হিমন্তের ইতিহাস জ্ঞান কতটা টনটনে, রাহুল গান্ধীকে আগ বাড়িয়ে জ্ঞান দেওয়ার আগ্রহেই বোঝা যাচ্ছে সে কথা। লজ্জা হয় এইসব মানুষগুলোর জন্য, যারা সংকীর্ণ রাজনীতির স্বার্থে নিজেদের বিবেককে বিসর্জন দিয়ে ইতিহাসের বিকৃতি ঘটায়! অস্বীকার করে মহান স্বাধীনতা সংগ্রামীদের লড়াইকে। হিন্দুত্ববাদের প্রসারের জন্য এতটা নির্লজ্জ হওয়ার খুব প্রয়োজন আছে কি?

মানবতা এবং মূল্যবোধের শিক্ষাই ইসলামের মৌলিক নীতি

মানুষের প্রতি কু-ধারণা ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত নিন্দনীয়। কোনও দলিল-প্রমাণ ছাড়া অনর্থক কারও সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করাকে ইসলাম কোনওভাবেই সমর্থন করে না। আল্লাহতায়ালা বলেন, "হে মুমিনরা! তোমরা সব ধরনের অনুমান থেকে বেঁচে থাকো। কেননা কিছু কিছু অনুমান গুনাহের কারণ। আর তোমরা একজন অন্যজনের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান কোরো না। তোমরা পারস্পরিক গীবত থেকেও বিরত থাকো।

আরিফ খান সাদ

মানুষের মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করে ইসলাম। সম্প্রীতি, সহিষ্ণুতা ও মানবতার ধর্ম ইসলাম। পৃথিবীতে ইসলাম বিস্তৃতি লাভ করেছে তার আদর্শের জাদুমন্ত্রে, পেশিশক্তির জোরে নয়। ইসলাম আত্মপ্রকাশের অল্প দিনেই অর্ধপৃথিবী জয় করার পেছনে মূল শক্তিটি ছিল ইসলামের আদর্শ, উদারতা এবং মানবতাবোধ। আসলে ইসলাম প্রথমে মানুষের হৃদয় জয় করেছে, তারপর পৃথিবী জয় করেছে। প্রথমে মানুষের প্রকৃতিগত গুণ তথা মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটিয়েছে। ইসলামের শিক্ষা হল, প্রথমে ভালো মানুষ হতে হবে, পরে ভালো মুসলমান। যিনি ভালো মুসলমান তিনি ভালো মানুষও বটে। হাদিসে বলা হয়েছে, ''তোমরা প্রকৃত মুমিন না হওয়া পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আবার পরস্পরকে ভালোবাসতে না পারা পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না।'' অর্থাৎ প্রকৃত মুমিন হতে হলে অন্তরে মানবপ্রেম জাগাতে হবে।

পরমত সহিষ্ণুতা ইসলামের অন্যতম শিক্ষা। অপরের প্রতি ঘৃণা বা অবজ্ঞা প্রদর্শন ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। প্রতিটি মানুষ— সে মুসলিম হোক বা অমুসলিম, নারী হোক কিংবা পুরুষ, মানুষ হিসেবে মহান আল্লাহ তাকে বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন। সূরা বনি ইসরাইলের ৭০নং আয়াতে আল্লাহতায়ালা বলেন, ''আমি মানবজাতিকে মর্যাদাবান করেছি, আমি তাদের স্থলে ও জলে চলাচলের বাহন দান করেছি, তাদের উত্তম জীবনোপকরণ প্রদান করেছি এবং তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি আমার সৃষ্টিজগতের অনেকের ওপর।'' আবার বুখারির ৬৭ নং হাদিস অনুযায়ী মহানবি সা. বিদায় হজের ঐতিহাসিক ভাষণে মানুষের মর্যাদাকে সমুন্নত করার ঘোষণা দিয়ে বলেছেন, ''তোমাদের পরস্পরের জীবন, ধন, মান ও সম্মান পরস্পরের জন্য সম্মানের, যেমন তোমাদের এ দিনটি সম্মানের, এ মাসটি সম্মানের এবং এ শহর সম্মানের।''

আমাদের প্রিয় নবি সা. জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করতেন। একবার আমাদের মহানবির পাশ দিয়ে একটি লাশ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তিনি ওই লাশের সম্মানে দাঁড়িয়ে গেলেন। তাকে বলা হল, লাশটি তো একজন ইহুদির। মহানবি সা. বললেন, সে কি মানুষ নয়? তাই মানুষের মর্যাদাহানি, কুৎসা রটানো, ঠাট্টা-বিদ্রুপ করাকেও ইসলাম সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে।

পবিত্র কোরান শরিফের সূরা হুজুরাতের ১১ নং আয়াতে বলা হয়েছে, ''তোমাদের কোনও সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে যেন বিদ্রুপ না করে।'' কোনও মানুষের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা ইসলামে অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ। তাই আল্লাহতায়ালার ইরশাদ, ''ধ্বংস এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দা করে।'' (সূরা হুমাজা— ১) এ ব্যাপারে আল্লাহতায়ালা আরও বলেন, ''হে ইমানদাররা! কোনও সম্প্রদায় যেন অন্য কোনও সম্প্রদায়কে বিদ্রুপ না করে, হতে পারে তারা বিদ্রুপকারীদের চেয়ে উত্তম। আর কোনও নারীও যেন অন্য নারীকে বিদ্রুপ না করে, হতে পারে তারা বিদ্রুপকারীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আর তোমরা একে অপরের নিন্দা কোরো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাদের মন্দ নামে ডাকা গুনাহ। ইমানের পর মন্দ নাম কতই না নিকৃষ্ট! যারা এমন কাজ থেকে তওবা না করে তারাই জালেম।'' (সূরা হুজরাত— ১১)

কাউকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও হেয় প্রতিপন্ন করা মুমিনের কাজ নয়। বরং তা সংকীর্ণ মানসিকতার লক্ষণ। রাসুল সা. বলেছেন, ''তোমরা একে অন্যের দোষ অনুসন্ধান কোরো না। পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ কোরো না ও পরস্পর শত্রুতা কোরো না। বরং হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও।'' (বুখারি— ৪৮৪৯)।

মানুষের প্রতি কু-ধারণা ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত নিন্দনীয়। কোনও দলিল-প্রমাণ ছাড়া অনর্থক কারও সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করাকে ইসলাম কোনওভাবেই সমর্থন করে না। আল্লাহতায়ালা বলেন, ''হে মুমিনরা! তোমরা সব ধরনের অনুমান থেকে বেঁচে থাকো। কেননা কিছু কিছু অনুমান গুনাহের কারণ। আর তোমরা একজন অন্যজনের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান কোরো না। তোমরা পারস্পরিক গীবত থেকেও বিরত থাকো।'' (সূরা হুজুরাত— ১২)।

ঘৃণার পরিবর্তে সৌহার্দ্য ও ভালোবাসার প্রসার ঘটানো ইসলামের মহান শিক্ষা। রাসুল সা. মুমিনদের ভালোবাসা ইমানের মাপকাঠি সাব্যস্ত করে বলেছেন, ''ইমান ছাড়া তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, পরস্পরকে ভালোবাসা ছাড়া তোমরা মুমিন হতে পারবে না। আমি কি তোমাদের এমন বিষয়ের কথা বলে দেব না, যাতে তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে? তোমরা পরস্পরকে সালাম দেবে।'' (মুসলিম— ২০৩)

পৃথিবীর কোনও মানুষকে অমর্যাদা করা ইসলামের শিক্ষা নয়। অমুসলিম এবং সংখ্যালঘুদের অধিকারেও ইসলাম কঠোর নির্দেশ প্রদান করেছে। এ প্রসঙ্গে নবি করিম সা. বলেন, ''জেনে রাখো, যে ব্যক্তি কোনও অমুসলিম নাগরিক বা সংখ্যালঘুকে আঘাত করে বা তাকে অপদস্থ করে অথবা কর্মচারী নিয়োগ করে তার সাধ্যের বাইরে কাজ চাপিয়ে দেয়, আমি তার বিরুদ্ধে কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহর দরবারে মামলা করব।'' (আবু দাউদ— ২/৪৩৩)।

মহানবি সা. মদিনায় যখন একটি নতুন রাষ্ট্র স্থাপন করেন, তার ভিত্তি ছিল 'মদিনা সনদ।' এই সনদের একটি ধারা হল, সব ধর্মের লোক স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারবে। কেউ কারও ধর্মে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। মদিনার ইহুদিরা প্রায়ই ইসলামের বিরোধিতা করত, তথাপি রাসুল সা. তাদের ধর্ম পালনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেননি। একবার মদিনার মসজিদে বসে নবি করিম সা. নাজরান থেকে আসা একটি খ্রিস্টান প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন। আলোচনার বিরতিতে তারা নিজ ধর্ম অনুসারে প্রার্থনা করার অনুমতি চাইলে নবি করিম সা. তাদের মদিনার মসজিদে প্রার্থনা করার অনুমতি দেন। (ফুতুহুল বুলদান— পৃ. ৭১)

অমুসলিমদের অধিকার ইসলামের ঐতিহাসিক সৌন্দর্য। ফিলিস্তিন জয়ের পর খলিফা ওমর ফারুক রা. বায়তুল মুকাদ্দাসের খ্রিস্টানদের একটি সংবিধান লিখে দিয়েছিলেন। তাতে বলা হয়েছে, ''বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। এটি একটি নিরাপত্তাসংক্রান্ত চুক্তিনামা, যা মুসলমানদের আমির, আল্লাহর বান্দা ওমরের পক্ষ থেকে স্বাক্ষরিত হল, এ চুক্তিনামা ইলিয়্যাবাসী তথা জেরুজালেমে বসবাসরত খ্রিস্টানদের জানমাল, গির্জা-ক্রুশ, সুস্থ-অসুস্থ তথা খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের জন্য প্রযোজ্য। সুতরাং চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর তাদের উপাসনালয়ে অন্য কেউ অবস্থান করতে পারবে না। তাদের গির্জা ধ্বংস করা যাবে না এবং কোনও ধরনের ক্ষতিসাধন করা যাবে না। তাদের নিয়ন্ত্রিত কোনও বস্তু, তাদের ধর্মীয় প্রতীক ক্রুশ ও তাদের সম্পদের কোনও ধরনের ক্ষতিসাধন বা হামলা করা যাবে না।'' (তারিখে তাবারি— ২/৪৪৯)। তবে সময়ের স্রোতে আজ মুসলমান ইসলামের মর্মবাণী ভুলে যেন আত্মবিস্মৃত। সৌজন্য ও মানবতাবোধ হারিয়ে ক্রমেই যেন অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে সবাই। কেউ কাউকে ছাড় দিতে প্রস্তুত নয়। মানবতার জায়গা দখল করে নিয়েছে স্বার্থপরতা ও ভোগলিপ্সা। একে অন্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ার অসম প্রতিযোগিতায় লিপ্ত সবাই। পৃথিবীকে সুন্দর ও শান্তিময় করতে হলে আবারও ফিরে যেতে হবে ইসলামের উদার পাঠশালায়। জোগাড় করতে হবে ইসলামের উদারতা ও মানবতাবোধের শিক্ষা।

জীবন বদলের বাণী

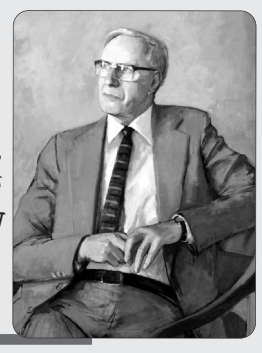

অতি দ্রুত বুঝতে চেষ্টা কোরো না, কারণ তাতে অনেক ভুল থেকে যায়। *—এডওয়ার্ড হল*

তিরমিযী শরীফ (সব খন্ড)

অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলা সবচেয়ে বড় জিহাদ। *—তিরমিযী*

নরম মাটিতে জন্ম নিয়েছে বলেই বাঙালির এমন সরল প্রাণ। *—নেতাজি*

সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গি মানসিক অবস্থার উপরে নির্ভরশীল। *— গৌতম বুদ্ধ*

যে যত বেশি ভ্রমণ করবে তার জ্ঞান তত বেশি বৃদ্ধি পাবে। *—টমাস হুড*

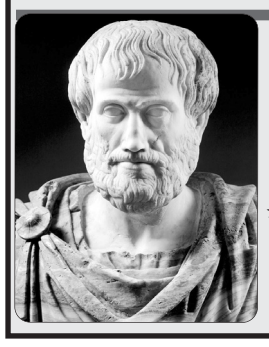

জ্ঞানী লোক কখনও সুখের সন্ধান করে না। *— অ্যারিস্টটল*

জানা-অজানা

রাম সেতু পরিচিত 'আদম সেতু' নামেও! জানেন কেন হল এই নাম

কথিত আছে রাম সীতা উদ্ধারের সাগরের উপর নির্মাণ করেছিলেন ভাসমান শিলার সেতু। তারপর এই সেতু পেরিয়ে লঙ্কায় গিয়ে রাবণের শৃঙ্খল থেকে সীতাকে মুক্ত করেছিলেন। সেই থেকেই ওই সেতু রাম সেতু নামে পরিচিত হয়ে আসছে। কিন্তু জানেন কি এই সেতুর আরও একটি নাম আছে। তা হল আদম সেতু! কেন রাম সেতুর নাম হল আদম সেতু, তা কি জানেন? আসুন, জেনে নিই সেই অজানা কাহিনি!

রাম সেতু বা আদম সেতু নিয়ে আজও গবেষণা চলছে। তামিলনাড়ুর পাম্বান আইল্যান্ডের দক্ষিণাংশে অবস্থিত ধনুস্কোডি থেকে শ্রীলঙ্কার মান্নার আইল্যান্ডের তালাইমান্নার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এই সেতু। কিন্তু অনেকের মতো সরাসরি শ্রীলঙ্কার সঙ্গে যোগ ছিল এই সেতুর। এই সেতু ভগবান রাম কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল বলে যেমন অনেক মানুষের বিশ্বাস রয়েছে, অনেক মানুষ মনে করেন এই সেতুর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে হজরত আদমের কাহিনিও। রাম সেতু আদমের সেতু বলেও বিশেষ পরিচিত। এই আদমের সেতু নামটি এসেছে প্রাচীন ইসলামিক গ্রন্থ থেকে। শ্রীলঙ্কায় 'আদম পিক' নামে একটি পর্বত রয়েছে। সেখানে চূড়ার ঠিক কাছে রয়েছে 'শ্রীপদ' নামের একটি পবিত্র পায়ের ছাপ। ৭৩৫৯ ফুট উচ্চতায় সেই পায়ের ছাপের দৈর্ঘ্য ছিল ১.৮ মিটার বা ৫ ফুট ১১ ইঞ্চি।

হাদিস বা কোরান আয়াতে উল্লেখ না থাকলেও কথিত আছে হজরত আদম যখন দুনিয়াতে এসেছিলেন, তখন শ্রীলঙ্কার ওই আদম পিকে পদার্পণ করেছিলেন। ওই পর্বতচূড়ায় তিনি এক হাজার বছর প্রার্থনা করেন এক পায়ে দাঁড়িয়ে। সেই পায়ের ছাপই এটি, এমনটাই মনে করা হয়। তারপর পর্বত চূড়া থেকে নেমে তিনি ওই সেতু পেরিয়ে ভারতে আসেন। তখন থেকে ওই সেতুর নাম হয় আদম সেতু। মুসলিমরা ওই 'শ্রীপদ'কে আদমের পায়ের ছাপ বলে বর্ণনা করেন। আর হিন্দুরা মনে করেন ওটি শিবের পায়ের ছাপ। আবার বৌদ্ধগণ মনে করেন, তা গৌতম বুদ্ধের পায়ের ছাপ। তবে শ্রীপদ নিয়ে বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন দাবি থাকলেও সেখানে সেতু নিয়ে কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। হিন্দু ধর্মে মানা হয়, সীতা উদ্ধারের জন্য শ্রীরাম ওই সেতু বানিয়েছিলেন।

রাম সেতু বা আদম সেতুকে আবার অনেকে নল সেতুও বলে থাকে। এই নাম এসেছে রামায়ণ থেকে। কারণ নল ওই সেতু তৈরির পরিকল্পনা করেছিলেন। তাঁর

পরিকল্পনা মতোই রাম সেতুটি নির্মাণ করেন বানর সেনার সহায়তায়। মাত্র ৫ দিনে ওই সেতু নির্মাণ হয়েছিল রামেশ্বরম থেকে লঙ্কায় যাওয়ার জন্য। আবার রামায়ণে এই রাম সেতুকে সেতুবন্ধনম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সপ্তদশ শতকে মুঘল আমলের একটি মানচিত্রও পাওয়া যায়, সেখানে ওই এলাকাকে রামমন্দির এলাকা বলে উল্লেখ রয়েছে। মার্কোপোলোর ভ্রমণ লেখ নিতে সেতুবন্ধ রামেশ্বরম নামে ডাকা হয়েছে। আবার মার্কোপোলো আদম সেতুও উল্লেখ করেছেন। ইবনে খেরাদাদবেহের লেখায় সেতুবান্ধাই বা সমুদ্রের সেতু আর আলবিরুণির লেখায় আদম সেতুর উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৭৪৭ সালে এক ডাচ মানচিত্র নির্মাতার একটি মানচিত্র পাওয়া যায় তাঞ্জাভুর সরস্বতী মহল লাইব্রেরিতে। সেখানে তিনি রামনকয়েল নামে অভিহিত করেছেন। যা এসেছেন তামিল শধ রামন কোভিল থেকে। যার অর্থ রামমন্দির।

সেতুর উৎপত্তি নিয়ে আজও বিতর্ক লেগে রয়েছে। কারও মতে সমুদ্রের বুকে চর জেগে এই সেতুর সৃষ্টি হয়েছিল। কারও মতে শ্রীলঙ্কা স্থলভাগ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করা এই সেতুর সৃষ্টি হয়েছিল প্রাকৃতিকভাবেই। চারকোণা পাথরগুলো সময়ের সঙ্গে প্রাকৃতিকভাবে সজ্জিত রয়েছে। প্রজেক্ট রামেশ্বরম নামে একটি গবেষণা চালানো হয় সেতু নিয়ে। সেখানে উৎপত্তি নিয়ে কিছু তথ্য উঠে আসে, যা আশ্চর্যের। ওই গবেষণায় জানা যায়, রামেশ্বরম দ্বীপ গঠিত হয় ১ লক্ষ ২৫ হাজার বছর আগে। কিন্তু কার্বন ডেটিং অনুযায়ী জানা যায়, রামেশ্বরম ও তালাইমান্নারের মাঝের অংশ সমুদ্র থেকে উঠতে শুরু করে সাত হাজার থেকে ১৮ হাজার বছর আগের কোনও এক সময়ে। ভারত সরকার ২০০৭ সালে জানায়, রাম কতৃক সেতু নির্মাণের কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। ২০০৮ সালে এক মামলায় বলা হয়, রামচন্দ্র সীতা উদ্ধারের পর এই সেতু ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। সেই দাবি প্রত্যাখ্যাত হয়।

সেতুটি এখন অনেক জায়গাতেই সমুদ্র-গর্ভে নেমে গিয়েছে। অগভীর জায়গাতে চুনাপাথরের গভীরতা আসলে ১ মিটার বা তার মধ্যে। তবে অন্য জায়গায় তা ৩০ ফুট পর্যন্ত গভীর। এই সেতু দিয়ে বর্তমানে চলাচল করা না গেলেও পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত পায়ে হেঁটে যাওয়ার অবস্থা ছিল। মানুষ যেতে পারত। মন্দিরের নথি অনুযায়ী ১৪৮০ সালে এক ঘূর্ণিঝড় হয়েছিল, যার ফলে এই সেতু ভেঙে যায়। তলিয়েও যায় অনেকাংশ।

রাত নামলেই আলো ঝলমলে জঙ্গল

স্বর্গীয় সৌন্দর্যের উপলব্ধি সঙ্গে মিশে রয়েছে রহস্যও

কত না রহস্য লুকিয়ে রয়েছে এই প্রকৃতির বুকে! তার অনেক কিছুই আবার অবিশ্বাস্য মনে হয়। বিশ্বাসযোগ্য কিছু ঘটনা রয়েছে ঠিকই, কিন্তু ঋতুর ফেরে এমন কিছু অবিশ্বাস্য ঘটনা দেখা যায়, যার ব্যাখ্যা পাওয়া দুষ্কর। এমন একটা জঙ্গলের কথা এ বিষয়ে বলা যায়, যেখানে রাত নামলেই জ্বলে ওঠে আলো। আলো ঝলমলে জঙ্গল এক স্বর্গীয় সৌন্দর্যের অধিকারী হয়ে ওঠে।

প্রকৃতির রহস্য ঘেরা এই জঙ্গল। এই জঙ্গলের রাতের ছবি যেমন আপনাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে তুলবে, একইভাবে প্রকৃতির কোলে রহস্যময় এই জঙ্গলকে মনে হবে জাদুকরীও। সত্যিই স্বর্গের মতো সুন্দর। প্যানারোমিক পাহাড়, রিফ্রেশিং ব্যাক ওয়াটার, জ্বলন্ত তারায় ভরা রাত- আর কী চাই! সবকিছুই লুকিয়ে রয়েছে স্বর্গীয় এই জঙ্গলে। কী করে তা সম্ভব? একটা জঙ্গল রাত নামলেই আলো ঝলমলে হয়ে যেতে পারে কী করে? প্রকৃতি বিশেষজ্ঞরা মনে করে, প্রকৃতির মধ্যে এমন কিছু বিরল জিনিস রয়েছে, যা কেবল রাতেই জ্বলে। সেগুলো ভয়ঙ্কর কিছু নয়। সোজাসাপ্টা দেখলে তা অবাস্তব বলে মনে হয়ে। আবার মনে হয়- এ এক স্বর্গীয় সৌন্দর্যের অধিকারী।

এমন এক অপরূপ সৌন্দর্যের জঙ্গল দেখা যায় মহারাষ্ট্রে। পশ্চিমঘাট পবর্তমালার পাদদেশে এমন কিছু জঙ্গল রয়েছে, যেখানে বর্ষাকালে এক অদ্ভুত চেহারা নেয় বনাঞ্চলগুলি। বর্ষার বৃষ্টিতে ভিজে গেলেই একেবারে অন্যরকম সৌন্দর্যে ধরা দেয় জঙ্গল। মহারাষ্ট্রের পশ্চিমঘাটে ভীমশঙ্কর ওয়াইল্ডলাইফ রিজার্ভে গেলেই এক অনন্য অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হবেন আপনি। রাতের জঙ্গলে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করতে গেলে যেতেই হবে ওই জঙ্গলে। যেখানে রাত নামলেই মোহময়ী রূপে ধরা দেয় জঙ্গল। এক বিরল দৃশ্যের সাক্ষী থাকতে গেলে রাতের বেলায় যেতে হবে জঙ্গলে। তখনই আলো ঝলমলে হয়ে থাকে জঙ্গল। এই জঙ্গলের অপরূপ শোভা আকৃষ্ট করবে আপনাকেও। মুহূর্তে ভয় ঝেড়ে ফেলে ছুটে যাবেন স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করতে।

প্রকৃতি বিজ্ঞানীরা বলেন, এই যে জঙ্গল রাত নামলেই আলো ঝলমলে হয়ে যায়, তার প্রধান কারণ হল এক প্রকারের ব্যাকটেরিয়া। মাইসিনা নামে এক প্রকারের ব্যাকটেরিয়ার কারণেই রাত নামলে জঙ্গল আলোকময় হয়ে ওঠে। এই ব্যাকটেরিয়া ভিন্ন প্রজাতির। মাইসিনার এমনই গুণ আর্দ্র পরিবেশ হলেই জ্বল জ্বল করে। বনাঞ্চলে বিভিন্ন গাছের কাণ্ড, শাখা ও পাতায় পাতায় ওই ব্যাকটেরিয়া বসতি গড়ে তোলে আর গোটা জঙ্গলকে করে তোল আলোকিত। ভারী বৃষ্টির পরেই ওই জঙ্গল রাত নামলেই আলো ঝলমলে হয়ে ওঠে। দিনের থেকেও স্পষ্ট দেখা যায় জঙ্গলের রাস্তা। আর বিভিন্ন রঙের আলোয় গোটা জঙ্গলের গাছ-পাতা এক স্বর্গীয় আলোকময় পরিবেশ তৈরি করে। মুহূর্তে জাদুকরী হয়ে ওঠে বনাঞ্চল। এই ঘটনাকে বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলা হয় বায়োলুমিনিসেন্স।

বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, ওই মাইসিনা নামক ব্যাকটেরিয়া শুধু যে জঙ্গলে বা ভূমিতে রয়েছে তা নয়, ওই ব্যাকটেরিয়া পাওয়া যায় জলাশয়েও। ভারতের বুকে কিছু উজ্জ্বল সৈকতেও তার উপস্থিতি রয়েছে। আর সেই সৈকতও রাতের বেলায় আলো ঝলমলে হয়ে ওঠে মাইসিনা ব্যাকটেরিয়ার সৌজন্যে। বর্ষায় সময় ভীমশঙ্কর বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের এই জঙ্গলটি জাদুকরী হয়ে ওঠে। তবে এই দৃশ্য যে প্রতিদিন ঘটবে তা কিন্তু নয়। জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের আবহাওয়ায় জঙ্গল সাধারণ আলো ঝলমলে থাকে রাতের বেলায়। এই সময়ই ওই জঙ্গল ভ্রমণের উপযুক্ত। তবে স্বর্গীয় দৃশ্যের সাক্ষী থাকতে পারবেন।

১৯৮৪ সালে ভীমশঙ্কর বন্যপ্রাণী সংরক্ষণাগার তৈরি হয় পুনের খেদ ও আম্বেগাঁও এলাকায়। ১৩১ কিলোমিটার বর্গক্ষেত্র জুড়ে এই জঙ্গলের বিস্তার। ৯টি উপজাতীয় গ্রাম এই সংরক্ষণের আওতায় পড়ে। বিপন্ন হয়ে পড়া কাঠবেড়ালির প্রজাতির সুরক্ষার জন্য তা তৈরি করা হয়েছিল। এখানে বিভিন্ন প্রজাতির সরীসৃপ রয়েছে। এই বনের ঘন জঙ্গলে বার্কিং হরিণ, বুনো শুয়োর ইত্যাদি দেখা যায়। আর সবথেকে এই জঙ্গলের আকর্ষণ হল মোহময়ী আলোর পরিবেশ। অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমী মানুষদের জন্য এ এক আদর্শ বনাঞ্চল। বনের পথ, শিবির, তারপর জলপ্রপাত-সহ আকর্ষণীয় দৃশ্য উপভোগ করা যায়। আর প্রকৃতির অপরূপ শোভা দেখতে এই বর্ষার মরশুমকেই বেছে নেন প্রকৃতিপ্রেমীরা।

উত্তরাখণ্ডের বেশিরভাগ সেতুই এখনও বিপজ্জনক

জানাল সমীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি: উত্তরাখণ্ডের দেহরাদুন অঞ্চলে ৩৬টি সেতু সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে রয়েছে, যে কোনও মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে, উত্তরাখণ্ডের পূর্ত দফতরের তরফে সমীক্ষার পর এই তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে। সম্প্রতি উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিংহ ধামির নির্দেশে রাজ্যের পাঁচটি এলাকায় যত সেতু রয়েছে, সেগুলি বর্তমানে কী অবস্থায় আছে তা নিয়ে সমীক্ষা করা হয়েছিল। রাজ্য পূর্ত দফতরের তরফে ৩ হাজার ২৬২টি সেতুর মধ্যে মোট ২ হাজার ৬১৮টি সেতুর রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়েছে।

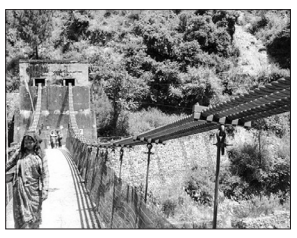

রাজ্য পূর্ত দফতরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, এই রিপোর্ট সরকারকে জমা দেওয়ার পর সরকারের তরফে একটি 'ব্রিজ ব্যাঙ্ক' তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের জেলাশাসকরা এর দায়িত্বভার নেবেন বলেও জানিয়েছে উত্তরাখণ্ড সরকার। এই 'ব্রিজ ব্যাঙ্ক' থেকে সেতু মেরামতের খরচ বহন করা হবে বলেও জানানো হয়েছে।সংবাদ সংস্থা সূত্রের দাবি, পুরনো সেতুগুলি মেরামতের বদলে নতুন সেতু তৈরি করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। সরকারের তরফে উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের ৩ সপ্তাহ পর আবার সেতুগুলির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য সমীক্ষা চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, গুজরাতে মোরবীর সেতু বিপর্যয়ের পর উত্তরাখণ্ড সরকার রাজ্যে সেতুগুলি পর্যবেক্ষণের জন্য রাজ্য পূর্ত দফতরকে ৩ নভেম্বর সুরক্ষা-সমীক্ষার নির্দেশ দিয়েছিল, যাতে উত্তরাখণ্ডেও গুজরাতের মতো এই ধরনের দুর্ঘটনা না ঘটে।

রাহুল গান্ধীর 'ভারত জোড়ো যাত্রায়' বোন প্রিয়াঙ্কাও। মধ্যপ্রদেশের খান্দুয়ায় বৃহস্পতিবার।

মোরবীর সেতু বিপর্যয় 'অত্যন্ত দুঃখজনক', পরামর্শ সুপ্রিম কোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি: গুজরাটে মোরবীর সেতু বিপর্যয়কে 'অত্যন্ত দুঃখজনক' বলে মন্তব্য করল সুপ্রিম কোর্ট। সেই সঙ্গে দেশের শীর্ষ আদালত এই ঘটনার সঠিক তদন্ত নিশ্চিত করার পরামর্শও দিয়েছে গুজরাত হাই কোর্টকে।

মোরবীর সেতু বিপর্যয়ের ঘটনায় তদন্ত সুনিশ্চিত করতে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করা হয়েছিল। সোমবার সেই সূত্রেই সেতু বিপর্যয় নিয়ে মন্তব্য করেছে সুপ্রিম কোর্ট। গত মাসে মোরবীতে নদীর উপর ঝুলন্ত সেতু ভেঙে পড়ে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে। মৃতের সংখ্যা ১৩০-এর বেশি। মৃতদের মধ্যে ছিল ৪০ শিশুও। এই ঘটনা রীতিমতো সাড়া ফেলে দেয় গোটা দেশে। ইতিমধ্যে মোরবী বিপর্যয় নিয়ে মামলা চলছে গুজরাত হাই কোর্টে। সোমবার সেই মামলার বিষয়ে গুজরাতের উচ্চ আদালতকে পরামর্শ দিল সুপ্রিম কোর্ট।

শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, মোরবী সেতু বিপর্যয়ের তদন্তে যেন সব দিক খতিয়ে দেখা হয়, খুঁটিনাটি বিবেচনা করা হয়, তা নিশ্চিত করা উচিত গুজরাত হাই কোর্টের। কারণ এই ঘটনা 'অত্যন্ত দুঃখজনক'। সেই সঙ্গে, এই দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের যত বেশি সম্ভব ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়, তা-ও নিশ্চিত করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। মোরবী নিয়ে যাঁরা শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন, তাঁদের আপাতত হাই কোর্টের বিচার প্রক্রিয়ার উপরেই ভরসা রাখার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

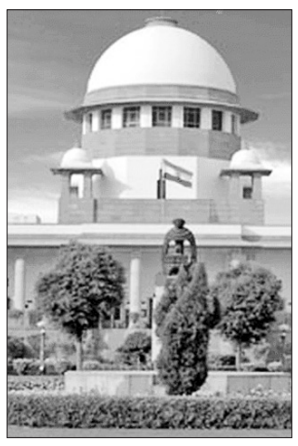

মোরবীর সেতু বিপর্যয় নিয়ে চলতি মাসের শুরুতে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করেছিল গুজরাট হাই কোর্ট। এই ঘটনায় কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তা জানতে চেয়ে ১০ দিনের মধ্যে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে রিপোর্ট তলব করা হয়েছিল। তার পরিপ্রেক্ষিতে হাই কোর্টে একটি হলফনামা জমা দিয়ে দুর্ঘটনার দায় স্বীকার করে নিয়েছে স্থানীয় পুরসভা। বস্তুত, দেড়শো বছরের পুরনো সেতুটি সংস্কার করেছিল ওরেভা নামের একটি সংস্থা। টেন্ডার না ডেকেই ওই সংস্থার সঙ্গে চুক্তি করেছিল মোরবী পুরসভা। কেন তা করা হল, সেই প্রশ্ন তোলে হাইকোর্ট। অভিযোগ উঠেছে, ঝুলন্ত সেতুর পুরনো তার না বদলে মেঝেতে নতুন ধাতব পাত বসিয়েছে সংস্কারকারী সংস্থা। এর ফলে নতুন পাতের ভার রাখতে পারেনি পুরনো তারগুলি। ভেঙে পড়েছে সেতু। সেতুটি খোলা উচিত হয়নি বলে হাইকোর্টে দায় স্বীকার করে পুরসভা।

বিরোধীদের অভিযোগ, নির্ধারিত সময়ের আগেই সেতু জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়ার কারণেই বিপত্তি। এত মানুষের মৃত্যুর পরেও সংস্থার শীর্ষকর্তাদের গ্রেফতার করেনি পুলিশ। ২৪ নভেম্বর গুজরাত হাইকোর্টে এই মামলার পরবর্তী শুনানি। সে দিন মোরবী পুরসভার প্রধান সন্দীপসিংহ জালাকে উপস্থিত হওয়ার জন্য সমন পাঠিয়েছে হাই কোর্ট।

বিজেপির বিরুদ্ধে বিজেপি সাসপেন্ড ১২ বিদ্রোহী প্রার্থী

গুজরাট বিধানসভা নির্বাচন

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিজেপির বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় করছে বিজেপিরই বিদ্রোহীরা। বারবার চেতাবনী দেওয়া সত্ত্বেও বিজেপির বিদ্রোহীরা পিছু হটেননি। তাই গুজরাট বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপিতে কোন্দল চরমে উঠে গেল। আসন্ন গুজরাট বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির টিকিট না পেয়ে বেশ কিছু নেতা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলেন। সেই সব বিদ্রোহী নেতাদের সাময়িক বরখাস্ত করা হল।

গুজরাট নির্বাচনে বিজেপির বিদ্রোহীরা নির্দল প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দাখিল করেছেন। এমন ১২ জন বিদ্রোহী প্রার্থীকে সাসপেন্ড করেছে বিজেপি। ১২ জন বিদ্রোহীর সবাই বিধানসভা নির্বাচনে টিকিট চাইছিলেন। কিন্তু দল তাঁদের টিকিট দেয়নি। তাই তাঁরা বিদ্রোহ করে বসেন। এবং নির্দল হয়ে দলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে পড়েন। রবিবার সাতজন বিদ্রোহীকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল। এইবার দ্বিতীয় দফায় সাসপেন্ড করা হল বিদ্রোহীদের। রাজনৈতিক মহল মনে করছে গুজরাট নির্বাচনের আগে বিজেপি কড় পদক্ষেপ নিল দলের বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে। নির্বাচনে টিকিট দেওয়া-সহ একাধিক বিষয়ে তাঁরা বিদ্রোহ করেছিলেন। বিজেপি এখন পর্যন্ত মোট ১৯ জন নেতাকে বরখাস্ত করেছে বিধানসভা নির্বাচনের আগে। বিদ্রোহী বিধায়ক ও নেতাদের ৬ বছরের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে।

দলবিরোধী কাজের জন্য তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল। যে সমস্ত বিজেপি নেতাদের সাসপেন্ড করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে রয়েছে পাদ্রার দিনুভাই প্যাটেল, ভাঘোদিয়া থেকে মধুভাই শ্রীবাস্তব এবং কুলদীপ সিং রাউল। তিনজনই ভদোদরা জেলার নেতা। পঞ্চমহল দেলাপর শাহেরার বি পাগি, আরাবল্লী জেলার ধওয়াল সিং ঝালা এবং মেহসানার রাম সিং ঠাকুরকেও সাসপেন্ট করা হয়েছে। এছাড়া আনন্দ, বনাসকাঁথা ও মহিসাগর জেলা থেকে দু-জন করে নেতাকে বরখাস্ত করা হয়েছে। মানজিভাই দেশাই ও এল ঠাকুর বনাসকাঁথা থেকে, এসএম বান্ত ও জেপি প্যাটেল মহিসাগর থেকে এবং রমেশ ঝালা ও অমরিশ ভাই ঝালাকে আনন্দ জেলা ছেকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

বিজেপি এবার গুজরাট বিধানসভা নির্বাচনে গুজরাটে সপ্তম মেয়াদে ক্ষমতায় আসার জন্য ৪২ জন বিধায়ককে টিকিট দেওয়া হয়নি। ১৬০ জন প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করে। তখন ৩৮ জন বর্তমান বিধায়ককে বাদ দেওয়া হয়েছে। পরে শাসক দল বাকি বিধানসভা আসনগুলির জন্য আরও তিনটি প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। এবার বিধানসভা নির্বাচনে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানি, প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী নীতিন প্যাটেল এবং দলের প্রধান পাটিল-সহ বেশ কয়েকজন দলীয় নেতা আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। ২০১৭ সালের গুজরাত বিধানসভা নির্বাচনে ১৮২টি আসনের মধ্যে ৯৯টি আসনে জিতে ক্ষমতায় এসেছিল বিজেপি। ২৭ বছর ধরে তারা ক্ষমতায় রয়েছে এই রাজ্যে।

দলিত মহিলার জলপান গোমূত্র দিয়ে ট্যাঙ্ক পরিষ্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি: গ্রামের চারদিকে যত জলের ট্যাঙ্ক রয়েছে, প্রতিটি ট্যাঙ্কে বড় বড় করে লেখা— 'এখান থেকে সকলে জল খেতে পারেন।' কিন্তু বাস্তবের ছবি একেবারেই উল্টো। শুক্রবার কর্নাটকের ছমরাজনগর জেলার হেগ্গোতারা গ্রামে এক মহিলা জলের ট্যাঙ্ক থেকে জল পান করেছিলেন বলে গ্রামবাসীরা অবিলম্বে সেই ট্যাঙ্ক থেকে জল খালি করে ফেলেন এবং গোমূত্র ঢেলে পুরো ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করান। জাতপাত নিয়ে ছুঁতমার্গ, তথাকথিত 'নিচু' সম্প্রদায়ের লোকজনের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ রীতিমতো চালু রয়েছে হেগ্গোতারা গ্রামের লোকেদের মধ্যে। তাঁদের ধারণা, তফসিলি জাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত মানুষ কোনও জিনিস ছুঁলে তা নাকি অপবিত্র হয়ে যায়। গ্রামবাসীর এই ধারণা সম্পর্কে জানতেন না তফসিলি জাতিভুক্ত এক মহিলা। ওই গ্রামে এক বিয়েবাড়ির অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন তিনি। গ্রামবাসীদের অনুমান, গ্রামের একটি জলের ট্যাঙ্ক থেকে জল খেয়েছিলেন তিনি। তারপর সেই ট্যাঙ্কের জল পানের অযোগ্য বলে মনে করেন গ্রামবাসীরা। সেই ভাবনা থেকেই ট্যাঙ্ক খালি করে গোমূত্র ঢেলে পরিষ্কার করেন সেটিকে। গ্রামবাসীদের অনেকের মতে, গোমূত্র ঢালা হয়েছে বলে ট্যাঙ্কটি 'শুদ্ধ' হয়েছে। ওই গ্রামের তহসিলদার আইই বসব্রজ জানান, ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করা হয়েছে ঠিক-ই, কিন্তু গোমূত্র দিয়ে পরিষ্কার করা হয়েছে কি না, তা স্পষ্ট নয়। তিনি আরও বলেন, ''কোনও মহিলাকে জল পান করতে দেখা যায়নি। মহিলার খোঁজ পেলে গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হবে।'' এই ঘটনার পর স্থানীয় আধিকারিকেরা তফসিলি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত কয়েক জনকে জড়ো করে ওই গ্রামের বিভিন্ন ট্যাঙ্ক থেকে জল পান করিয়েছেন।

গুজরাট বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

খুবলে নিচ্ছে চোখ-আঙুল!

বন্য জন্তুর আক্রমণে কাঁপছে গোটা গ্রাম

নিজস্ব প্রতিনিধি: মালদহের পর এ বার মুর্শিদাবাদে শিয়ালের আক্রমণ। সোমবার সন্ধ্যায় মুর্শিদাবাদ জেলার বড়ঞাতে শিয়ালের আক্রমণে গুরুতর আহত হন মোট ৫ জন গ্রামবাসী। ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদ জেলার বড়ঞা থানার অন্তর্গত চৌকিগ্রামে।

জানা যায়, সোমবার সন্ধ্যায় কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎই একটি পাগল শিয়াল আক্রমণ করে গ্রামের বাসিন্দাদের ওপর। বিপদ বুঝে স্থানীয়রা শিয়ালের দলকে এলাকা থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। আর ঠিক তখনই শিয়ালের দল ঝাঁপিয়ে পড়ে চৌকিগ্রামের বেশ কয়েকজন বাসিন্দার উপর। যার ফলে গুরুতর জখম হন ৫ জন। কারও চোখে, কারও গলায়, কারও আঙুলে কামড় বসায় শিয়ালের দল। আহত পাঁচজন গ্রামবাসীকে নিকটবর্তী বড়ঞা ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই ঘটনায় তীব্র আতঙ্ক দেখা দিয়েছে এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের সুত্রে জানা গিয়েছে, ভগীরথ দাস ও সমীরণ চৌধুরী-সহ মোট পাঁচজন গুরুতর আহত হন। গুরুতর আহত অবস্থায় সকলকে প্রথমে বড়ঞা ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে ও পরে কান্দি মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করানো

হয়েছে চিকিৎসা জন্য। সেখানেই তাদের চিকিৎসা চলছে।স্থানীয় সূত্রে জানাগিয়েছে, এদিন রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকার সময় অতর্কিতে একটি শিয়াল তাদের ওপর আক্রমণ চালায়। আহতদের শরীরের একাধিক স্থানে আঘাত লেগেছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা। গ্রামের ভিতরে মানুষের ওপর শিয়ালের আক্রমণের ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। তবে গ্রামের বাসিন্দাদের অভিযোগ, শিয়াল আক্রমণের পর বেশ কিছু ক্ষণ সময় কেটে গেলেও শিয়ালগুলো সেখানেই অবস্থান করছে। এলাকার মানুষ আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে। তাই বন দফতরের কাছে আবেদন তাঁরা যেন এই বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ করে।

বাম-বিজেপির নন্দকুমার মডেল ধূলিসাৎ অশুভ আঁতাত গুঁড়িয়ে জয়ী তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাম-বিজেপির নন্দকুমার মডেলকে ধূলিসাৎ করে দিল তৃণমূল। নন্দকুমারে যা হয়েছিল, তা হল না মহিষাদলে। মহিষাদলের কেশবপুর জালপাই রাধাকৃষ্ণ সমবায় সমিতির নির্বাচনে বাম-বিজেপিকে জোটকে পর্যুদস্ত করে বিরাট জয় তুলে নিল তৃণমূল। এই জয়ের ফলে তৃণমূল বুঝিয়ে দিল, জোট গড়লেও তৃণমূলের সাংগঠনিক শক্তির কাছে তাঁরা এখনও কড়ে আঙুলের যোগ্য নয়।

মহিষাদলের কেশবপুর জালপাই রাধাকৃষ্ণ সমবায় সমিতির নির্বাচনে বাম ও বিজেপি উভয়েই জোরদার প্রচার চালিয়েছে। রীতিমতো পোস্টার সাঁটিয়ে ঘুরে ঘুরে প্রচার করছে রাজনৈতিক দলগুলি। সবথেকে তাৎপর্যপূর্ণ বাম-বিজেপি নেতারা একসঙ্গে মিলে প্রচার করেছে। তারপরও সাফল্য ধরা দিল না। তৃণমূল পাল্টা লাল-গেরুয়ার জোটকে কটাক্ষ করে প্রচার চালায়। বাম-বিজেপির এই জোটকে অশুভ বলে প্রচারে ঝড় তোলেন তৃণমূল নেতারা। শেষপর্যন্ত তৃণমূলের প্রতিই মানুষ আস্থা রাখেন মহিষাদলের মানুষ। এই সমবায় সমিতির নির্বাচনে ৭৬ আসনের মধ্যে ৬৮ আসনে জয় পায় তৃণমূল। বিজেপি ও বামেরা জিতেছে ৮টি আসনে। এই শোচনীয় হার কি বিজেপির মনোবলে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে ধাক্কা দেবে? সেই প্রশ্নের উত্তরে বিজেপির পূর্ব মেদিনীপুর জেলা নেতৃত্ব মনে করছে, পঞ্চায়েতে এই নির্বাচনের কোনও প্রভাব পড়বে না। পঞ্চায়েতে তারা ভালো ফলই করবে জেলায়, আশাবাদী নেতৃত্ব।

নন্দকুমার সমবায় সমিতি নির্বাচনে তৃণমূলকে হারিয়ে দিয়েছিল বামফ্রন্ট ও বিজেপি জোট। তৃণমূল নন্দকুমারের ওই নির্বাচনে খাতাই খুলতে পারেনি। সেই সাফল্যকে পাথেয় করে মহিষাদলেও একই পন্থা অবলম্বন করেছিল বাম-বিজেপি। তৃণমূলকে হারাতে বিজেপি ও সিপিএম এক জোট হয়ে নির্বাচনে লড়েছে, কিন্তু তৃণমূলকে তারা হারাতে ব্যর্থ। নন্দকুমারের বহরমপুর কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেডের নির্বাচনে সমবায় বাঁচাও মঞ্চ গড়ে বাম-বিজেপি ৬৩ আসনেই ধরাশায়ী করেছিল তৃণমূলকে।

এরপর আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে বাম-বিজেপি জোট করে লড়ার প্রস্তাব দেন সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। কিন্তু নন্দকুমার থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে বাম-বিজেপির সেই পন্থা মুখ থুবড়ে পড়েছে, তা পঞ্চায়েতে কতটা কার্যকরী হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েই যায়। পূর্ব মেদিনীপুরের বিশেষ দায়িত্বে থাকা তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ জানান, বাম-রাম জোট যে অশুভ, তা প্রমাণ করে দিয়েছেন মহিষাদলের মানুষ। এই অশুভ আঁতাত রুখে দিয়ে বিপুল জয় তুলে নিয়েছেন তৃণমূল। এই জয় শুভেন্দু অধিকারীর জেলায় বাড়তি অক্সিজেনও দেবে তৃণমূলকে। শিলিগুড়ি মডেলের পর নন্দকুমার মডেল নিয়ে চর্চা চলছিল খুব। কিন্তু যেভাবে প্রথমেই ধাক্কা খেল বিজেপি তা শুভেন্দু অধিকারীর জেলায় বাম ও বিজেপির কাছে বিরাট ধাক্কা বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। রবিবার মহিষাদলের একটি সমবায় সমিতি নির্বাচনে পরস্পর-বিরোধী দুই দল জোটবদ্ধ হল শাসক দল তৃণমূলকে হারাতে। কিন্তু সেই জোটেল ফল বিগ জিরো।

বাম-বিজেপি নেতারা একসঙ্গে মিলে প্রচার করেছে। তারপরও সাফল্য ধরা দিল না। তৃণমূল পাল্টা লাল-গেরুয়ার জোটকে কটাক্ষ করে প্রচার চালায়। বাম-বিজেপির এই জোটকে অশুভ বলে প্রচারে ঝড় তোলেন তৃণমূল নেতারা। শেষপর্যন্ত তৃণমূলের প্রতিই মানুষ আস্থা রাখেন মহিষাদলের মানুষ।

তৃণমূল আমার আপনার বাংলার

প্রাথমিকের টেট নিয়ে ১৬ দফা গাইডলাইন

১৪৪ ধারা জারি কেন্দ্রগুলিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাজ্য পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে অন্যতম বড় পরীক্ষা। আর তাকে কেন্দ্র করেই এবার জেলায় জেলায় গাইডলাইন পাঠাল রাজ্য স্কুল শিক্ষা দফতর। আগামী ১১ ডিসেম্বর প্রাথমিকের টেট। পরীক্ষা দেবেন প্রায় ৭ লক্ষ পরীক্ষার্থী। আর সেই পরীক্ষাকে কেন্দ্র করেই ১৬ দফা গাইডলাইন প্রতিটি জেলার জেলাশাসককে এবং কলকাতা পুলিশের পুলিশ কমিশনারকে পাঠাল রাজ্য স্কুল শিক্ষা দফতর। প্রত্যেকটি পরীক্ষাকেন্দ্রে ১৪৪ ধারা জারি থাকবে। গাইডলাইনে এমনটাই উল্লেখ করা হয়েছে। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার মতোই প্রাথমিকের টেটেও কার্যত একই নিয়ম কার্যকর থাকবে বলেই উল্লেখ করা হয়েছে গাইডলাইনে। গাইডলাইনে বলা হয়েছে রাজ্যজুড়ে ১৪৫৩টি পরীক্ষা কেন্দ্রে নেওয়া হবে প্রাথমিকের টেট। মোট পরীক্ষা দেবে রাজ্যজুড়ে ৬ লক্ষ ৯০ হাজার ৯৩১ জন পরীক্ষার্থী। দুপুর ১২টা থেকে দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত মোট আড়াই ঘণ্টার হবে এই পরীক্ষা। প্রত্যেকটি পরীক্ষাকেন্দ্রে এক্সটেনশন অফিসার পর্যায়ের আধিকারিকরা থাকবেন পুলিশের। প্রত্যেকটি পরীক্ষা কেন্দ্রে ১৪৪ ধারা জারি থাকবে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার মতোই। পরীক্ষা চলাকালীন সময় জেরক্সের দোকানগুলি বন্ধ থাকবে। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার মতোই লাউড স্পিকার ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা থাকবে। মোবাইল ফোন বা কোনওরকমে ইলেকট্রনিক গেজেট পরীক্ষা কেন্দ্রের ভেতরে নিয়ে যেতে পারবেন না। পর্যাপ্ত পানীয় জল ও শৌচাগারের জন্য প্রত্যেকটি পরীক্ষা কেন্দ্রে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখতে হবে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে প্রত্যেকটি পরীক্ষা কেন্দ্রে। প্রশ্নপত্র পৌঁছনোর আগেই প্রত্যেকটি পরীক্ষা কেন্দ্রে পুলিশ নিরাপত্তা ব্যবস্থা মোতায়েন করতে হবে। পরীক্ষার দিনে পর্যাপ্ত পরিবহণ ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে পরীক্ষার্থীদের কোনওরকম সমস্যা না হয়। স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকদেরও মোতায়েন করতে হবে পর্যাপ্ত পরিমাণে যাতে কোনও পরীক্ষার্থীর যদি স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কোনও সমস্যা হয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে অ্যাম্বুল্যান্স-সহ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায়। অগ্নিসুরক্ষা দফতরের আধিকারিকদের সতর্ক থাকতে হবে ওই দিন। পাশাপাশি পরীক্ষার দিনে যাতে বিদ্যুৎসংযোগ বিচ্ছিন্ন না হয় তার জন্য বিদ্যুৎ দফতরকে বিশেষ নির্দেশ রাজ্য স্কুল শিক্ষা দফতরের। প্রত্যেকটি স্কুল কলেজ বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের জানাতে হবে যাতে পরীক্ষার আগের থেকেই পরীক্ষা কেন্দ্রগুলি পাওয়া যায়। পরীক্ষার দিনে ট্র্যাফিক ব্যবস্থার ওপর বিশেষভাবে নজর দিতে হবে পুলিশকে। মোট ১৬ দফা গাইডলাইন প্রতিটি জেলার জেলাশাসক ও পুলিশ কমিশনারকে পাঠানো হয়েছে ইতিমধ্যেই রাজ্য স্কুল শিক্ষা দফতরের তরফে। সূত্রের খবর, এই গাইডলাইন পাঠানোর পর জেলাগুলির সঙ্গে একটু ভার্চুয়াল বৈঠক করতে পারে রাজ্য স্কুল শিক্ষা দফতর।

এনআরএসেও হার্ট ট্রান্সপ্ল্যান্ট, মেডিক্যালে হবে কর্ড ব্লাড ব্যাঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি: ডেঙ্গি টেস্টের রিপোর্ট কতক্ষণে দেওয়া হচ্ছে? সোমবার নবান্ন সভাগৃহে বৈঠকে সরাসরি এ ব্যাপারে সুলুক-সন্ধান করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্দিষ্ট করে আরজি কর কর্তৃপক্ষের কাছে খোঁজ নিয়েছিলেন তিনি। আরজি করের অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ জানান, চার-পাঁচ ঘন্টার মধ্যেই টেস্টের ফল মিলছে। তখন মুখ্যমন্ত্রী জানান, ঠিকই আছে। এই রকম গতিতে টেস্টের ফল মিললে প্রতিরোধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব।

সোমবারের বৈঠকে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার দ্রুত অগ্রগতির স্বার্থে কতগুলি জরুরি পদক্ষেপের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। যেগুলির মধ্যে কয়েকটি রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবায় নতুন জনমুখী দিগন্তের সূচনা করতে পারে। এর মধ্যে অগ্রগণ্য হল, এনআরএসে হৃদযন্ত্র প্রতিস্থাপন পরিষেবার সূচনার চিন্তাভাবনা। বলা ভালো, ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে এসএসকেএম এবং কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে এই সুবিধা রয়েছে। এ দিন এনআরএসের অধ্যক্ষ তাঁর হাসপাতালেও হার্ট ট্রান্সপ্ল্যান্ট চালু করার আর্জি পেশ করেন। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, এ নিয়ে এগোনো যেতেই পারে। অদূর ভবিষ্যতে এনআরএসে হৃদযন্ত্র

প্রতিস্থানের পরিকাঠামো গড়ে উঠলে তা হবে পশ্চিমবঙ্গে এই পরিষেবা প্রদানের তৃতীয় সরকারি কেন্দ্র। ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানাভাবের সমস্যা মেটাতে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি যাতে পাওয়া যায়, সেই ব্যাপারে ফিরহাদ হাকিম, জাভেদ খান ও অতীন ঘোষকে কথা বলতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'এটা দেখো। ওঁদের বলো, দিদি বলেছে। প্রাথমিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মানোন্নয়নে উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্তরে ২০২৩ সালের মধ্যে ১০,১৭৩টি ও ২০২৫-২৬ সালের মধ্যে ১৬,৬১৬টি সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। আগামী দিনে যাবতীয় নয়া উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র হিসাবেই গড়ে তোলা হবে। স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে ২০২২-২৩ সালে রাজ্য সরকারের আড়াই হাজার কোটি টাকা খরচ হবে। ২ কোটি ৪০ লাখ পরিবারের ৮ কোটি ৪৩ লাখ মানুষ ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্যসাথীতে নথিভুক্ত হয়েছেন। ভবিষ্যতে অতিমারী পরিস্থিতির মোকাবিলায় ২২টি জেলার প্রতিটিতে ১০০ শয্যার ছ'টি ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট ও ৫০ শয্যার ১৬টি ক্রিটিক্যাল কেয়ার ব্লক তৈরি হবে। আগামী ৫ বছরের মধ্যে জেলাগুলিতে মোট ২৩টি 'ডিস্ট্রিক্ট ইনটিগ্রেটেড পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরি' গড়ার লক্ষ্য স্থির হয়েছে। এই ধরনের ৭টি ইউনিট তৈরির কাজ ২০২৩-এর মার্চের মধ্যেই শেষ করা হবে। আগামী এক বছরের মধ্যে ১৬টি নয়া সিটি স্ক্যান মেশিন ও ২৪টি নয়া ডায়ালিসিস ইউনিট তৈরি হবে। ডায়ালিসিস ইউনিটের বেড সংখ্যা ১২০ থেকে বেড়ে হবে ২৫০।

দিওয়ানজী চাউল ভাণ্ডার

এখানে বিভিন্ন ধরনের চাল সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

প্রোঃ- মনিরুল করিম (হারুদা)
মোবাইলঃ-৭০৬৩১৫৫৬০২

বিশ্বনবি মহম্মদ সা.-এর মুজেজাসমূহ

আমাদের নবি, সর্বশ্রেষ্ঠ নবি, সর্বশেষ নবি হজরত মহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক সময়ে ধরাতে আগমন করেছেন, যখন সারা দুনিয়া মূর্খতা ও গুমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। তিনি সা. এই অন্ধকারকে একত্ববাদ ও ইসলামের আলোয় আলোকিত করে দিয়েছেন। মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বহু মুজেজা রয়েছে। ইমাম বাইহাকী রহ. বলেন, ক্ষুহুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুজেজা হল এক হাজার।

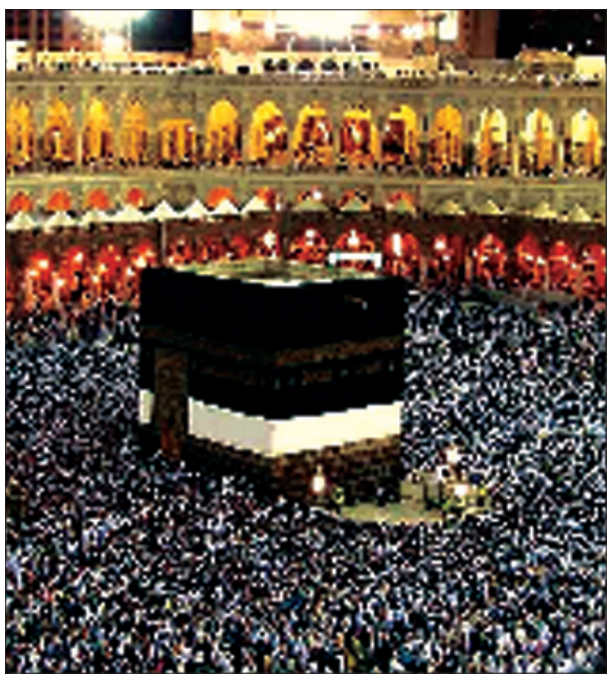

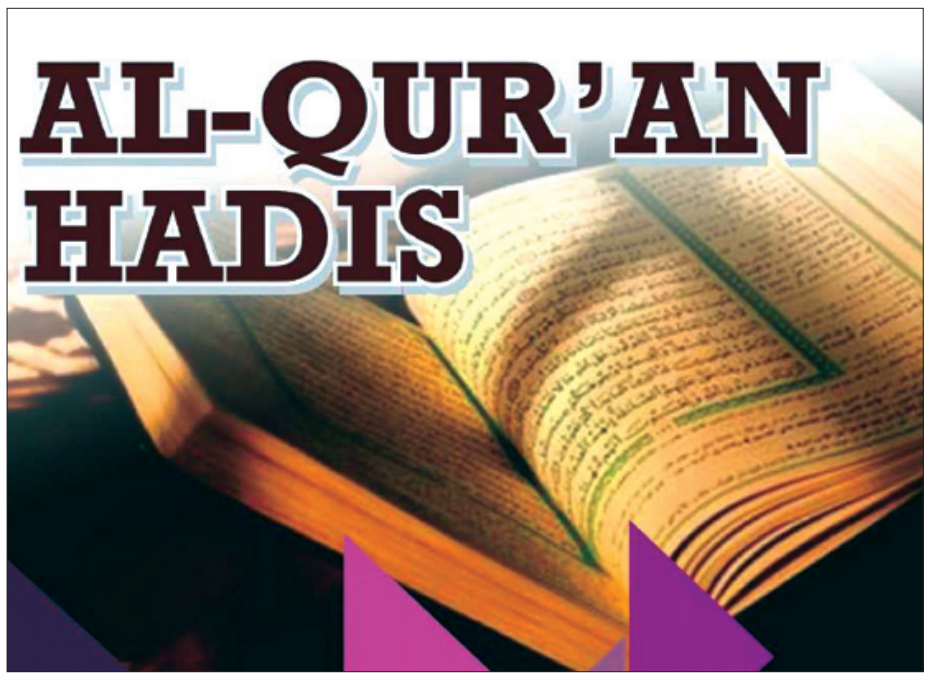

মুফতি নাঈম কাসেমী

যেমনভাবে রাতের অন্ধকারের পর দিনের আলো আসাটা কুদরতি নিয়ম, ঠিক তেমনভাবে এটাও আল্লাহতায়ালার ফয়সালা যে, যখন মানবজাতির ওপর পথভ্রষ্টতা ও গুমরাহীর কালো আঁধার ছেয়ে যায় তখন আল্লাহতায়ালা হেদায়েতের সূর্য উদিত করেন। মানবজাতিকে সঠিক পথপ্রদর্শনের জন্য নবি-রসুলদের আল্লাহতায়ালা নিজের প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করেন। আল্লাহতায়ালা তাঁদের এমন কিছু অলৌকিক শক্তি দান করেন, যা সাধারণত মানুষকে দেন না। তাঁদের এমন চক্ষু দেওয়া হয়ে থাকে যা অন্য কাউকে দেওয়া হয় না। নবি-রসুলগণ এমন কিছু দেখেন যা আমরা দেখি না। তাঁরা এমন কিছু শোনেন যা আমরা শুনি না। মানুষের ফিতরি তাকাজা পূর্ণ করা ও তাদের অন্তরকে প্রশান্তি দেওয়ার জন্য নবি-রসুলদের থেকে এমন কিছু অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পেয়েছে যা সাধারণ মানুষের জন্য অসম্ভব। যেমন হজরত ইব্রাহিম আ.-এর জন্য আগুন ঠান্ডা হয়ে যাওয়া, হজরত মুসা আ.-এর লাঠি বিশাল বড় সাপ হয়ে যাওয়া, হজরত ঈসা আ.-এর পিতা ছাড়া জন্ম হওয়া এবং মহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক রাতে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা হয়ে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত ভ্রমণ করা। এই সমস্ত ঘটনা মানুষের বিবেক দ্বারা বোঝা অসম্ভব। এগুলোকেই ইসলামী পরিভাষায় মুজেজা বলা হয়।

আমাদের নবি, সর্বশ্রেষ্ঠ নবি, সর্বশেষ নবি হজরত মহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক সময়ে ধরাতে আগমন করেছেন, যখন সারা দুনিয়া মূর্খতা ও গুমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। তিনি সা. এই অন্ধকারকে একত্ববাদ ও ইসলামের আলোয় আলোকিত করে দিয়েছেন। মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বহু মুজেজা রয়েছে। ইমাম বাইহাকী রহ. বলেন, ক্ষুহুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুজেজা হল এক হাজার।" ইমাম নববি রহ. বলেন, ''হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুজেজা হল এক হাজার দুশো।" আবার অনেক মনীষী বলেন, ''হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুজেজা তিন হাজার।" (সূত্র— ফতহুল বারি)। সর্বোপরি প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য-অগণিত মুজেজা রয়েছে। যা লিখে বা বর্ণনা করে শেষ করা সম্ভব নয়। তথাপি পাঠকদের জন্য এখানে কিছু মুজেজার কথা বর্ণিত হল।

কোরান করিম

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর পক্ষ থেকে যতগুলো মুজেজা দেওয়া হয়েছে, এর মধ্যে সবচেয়ে বড় মুজেজা হল 'আল কোরান।' কাফেররা যখন নবিজির কাছে মুজেজা চেয়েছে তখন আল্লাহতায়ালা উত্তরে বলেন, ''তাদের কি এই নিদর্শন যথেষ্ট নয় যে, আমি মহম্মদের ওপর এই কিতাব অবতীর্ণ করেছি যা তাদেরকে পড়ে শোনানো হয়।" (সূরা আনকাবুত)।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ''নবিদেরকে আল্লাহতায়ালা যেসব মুজেজা দান করেছেন সেগুলো দেখে মানুষরা তাদের ওপর ইমান এনেছে। কিন্তু আল্লাহপাক আমাকে এমন এক মুজেজা দান করেছেন সেটা হল কোরআন, যার দ্বারা আমি আশা করি কিয়ামতের দিন আমার অনুসারী সবচেয়ে বেশি হবে।" তিনি এই কোরানের ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন, এর মতো করে একটি সূরাও কেউ রচনা করতে পারবে না।

হাদিস

কোরানের পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বড় মুজেজা হল হাদিস। কেননা যেই ব্যক্তি উম্মি, তথা যিনি কখনও পড়েননি, লেখেননি বা দুনিয়ার কারও থেকে একটা শধও শেখেননি, এমন ব্যক্তির জবান মুবারক দিয়ে গঠনমূলক কথা ও বাণী কীভাবে নিঃসৃত হতে পারে? ইমান-আকিদা, লেনদেন, আচার-ব্যবহার, উত্তম চরিত্র গঠন, সামাজিক জীবন, পারিবারিক জীবন, আল্লাহর হক, মানুষের হক, দুনিয়া ও আখিরাত ইত্যাদি বিষয়ে এমন সব দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, যেগুলো সারা দুনিয়ার মানুষের ইহকাল ও পরকালের সফলতার মূল সনদে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। কিয়ামত পর্যন্ত কোনও মানুষ যদি প্রিয়নবি সম্পর্কে জানতে চায়, তাহলে হাদিস থেকে খুব সুন্দরভাবে জানতে পারবে।

চন্দ্র দিখণ্ডিত হওয়া

একদা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনায় উপস্থিত ছিলেন। অনেক কাফেরও সেখানে উপস্থিত ছিল। কাফেররা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কোনও অলৌকিক নিদর্শন দেখতে চাইল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ''আসমানের দিকে তাকাও।" তারা আসমানে তাকিয়ে দেখল, চাঁদ দুই টুকরো হয়ে গেছে। মাঝখানে পাহাড়। সমস্ত কাফের ভালো করে দেখার পর পুনরায় চাঁদ এক হয়ে গেছে। কিন্তু হতভাগা কাফেররা এই চাক্ষুষ মুজেজাকেও অস্বীকার করেছে।

বুবার নবুওয়াতখ হজরত ইউসুফ আ.-এর জীবনের ঘটনা

হজরত ইউসুফ আ.-এর প্রতি জুলেখার ভালোবাসা ছিল সম্পূর্ণ একতরফা। মন্ত্রীবধূ জুলেখা তরুণ কৃতদাস হজরত ইউসুফ আ.-এর প্রেমে উন্মাদ ছিলেন। তাঁকে নিজের মতো করে পাওয়ার জন্য সম্ভাব্য সবকিছুই জুলেখা করেন। ধন-সম্পদ আর ক্ষমতার মোহে অন্ধ জুলেখা তাঁর লালসা চরিতার্থ করতে সামাজিক মান-সম্মান হারানোর ভয়, বান্ধবীদের তিরস্কার সব কিছু উপেক্ষা করেন।

মুফতি মাহফুযুল হক

কোরান শরিফ হল পৃথিবীর সর্বকালের মানুষের জন্য জীবন্ত উপদেশমালা এবং বিধিবিধান-সম্বলিত এক মহাগ্রন্থ। তবে কোরান করিমে অনেক ঘটনা, কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে উপদেশ গ্রহণের জন্য। তাই কোনও ঘটনা কোরান করিমে পূর্ণাঙ্গভাবে বর্ণিত হয়নি। আবার একই ঘটনা বহুস্থানে বিবৃত হয়েছে। সবকিছুই উপদেশের স্বার্থে। উপদেশের জন্য যেখানে যে ঘটনার যতটুকু দরকার ততটুকুই বলা হয়েছে। একমাত্র হজরত ইউসুফ আ.-এর ঘটনা ব্যতিক্রম। এখানে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো ঘটনা বলা হয়েছে। আবার ঘটনার পরম্পরাগত ধারাও অনেকটা ঠিক রাখা হয়েছে।

''প্রেম কইরাছেন ইউসুফ নবি"— এই গজলের কলি আমাদের গ্রাম-বাংলায় সুপ্রাচীনকাল থেকে সবার মুখে মুখে। অথচ এই বচন সম্পূর্ণ মিথ্যা। আর এই মিথ্যা বচনকে ভিত্তি করে যুবসমাজ বলে থাকে, ''পবিত্র প্রেম, স্বর্গীয় প্রেম।"

সাধারণত প্রেম বলতে মানুষ বিবাহপূর্ব বা বিবাহ বহির্ভূত নারী-পুরুষের ভালোবাসার সম্পর্ককে বোঝানো হয়। আমাদের সমাজব্যবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসার সম্পর্ককে প্রেম শধে ব্যক্ত করতে খুব একটা দেখা যায় না। বিবাহ বহির্ভূত কিংবা বিয়ের আগে নারী ও পুরুষের ভালোবাসার সম্পর্ককে ইসলাম নাজায়েজ সম্পর্ক বলে আখ্যায়িত করে। কোনও নবি এমনকী হজরত ইউসুফ আ. নবুয়ত প্রাপ্তির আগে বা পরে এ ধরনের সম্পর্ক কিংবা কাজে এক মুহূর্তের জন্যও লিপ্ত হননি। প্রত্যেক নবি নবুয়ত লাভের আগে ও পরে নৈতিক চরিত্রে শতভাগ পবিত্র, পরিচ্ছন্ন, স্বচ্ছ ও নির্মল ছিলেন। আগেই বলা হয়েছে, নারী-পুরুষের কথিত প্রেম হারাম। আর হারাম কাজ মাত্রই অপবিত্র। তাই পবিত্র প্রেম বলে বাস্তবে কিছু নেই। প্রতিটি হারাম কাজের পরিণতি জাহান্নাম। তাই প্রেম কখনও স্বর্গীয় হতে পারে না, হয়ও না। এটা ভুল কথা।

হজরত ইউসুফ আ.-এর প্রতি জুলেখার ভালোবাসা ছিল সম্পূর্ণ একতরফা। মন্ত্রীবধূ জুলেখা তরুণ কৃতদাস হজরত ইউসুফ আ.-এর প্রেমে উন্মাদ ছিলেন। তাঁকে নিজের মতো করে পাওয়ার জন্য সম্ভাব্য সবকিছুই জুলেখা করেন। ধন-সম্পদ আর ক্ষমতার মোহে অন্ধ জুলেখা তাঁর লালসা চরিতার্থ করতে সামাজিক মান-সম্মান হারানোর ভয়, বান্ধবীদের তিরস্কার সব কিছু উপেক্ষা করেন। এক্ষেত্রে জুলেখা যতটা উষ্ণতা দেখিয়েছেন, হজরত ইউসুফ আ.-এর পক্ষ থেকে প্রকাশ পেয়েছে সর্বোচ্চ পরিমাণের শীতলতা। জুলেখার মনের আকাশে ঝড়ের গতি ও তাণ্ডব যত তীব্র ছিল, হজরত ইউসুফ আ.-এর আকাশ ছিল ততই শান্ত, স্থির ও নির্লিপ্ত। আপন গৃহকর্তার স্ত্রী, তিনি আবার মন্ত্রীজায়া। একদিকে অঢেল ধন-সম্পদের মালিক, অন্যদিকে ক্ষমতার প্রতাপ আর চোখ ঝলসানো রূপ— কোনওটাই কাজে লাগেনি। কোরান করিমে বর্ণিত হয়েছে, ''বাদশাহ মহিলাদের বললেন, 'তোমাদের হাল-হকিকত কী, যখন তোমরা ইউসুফকে আত্মসংবরণ থেকে ফুসলিয়েছিলে?' তারা বলল, ''আল্লাহ মহান, আমরা তাঁর সম্পর্কে মন্দ কিছু জানি না।' আজিজপত্নী (জুলেখা) বলল, ''এখন সত্য কথা প্রকাশ হয়ে গেছে। আমিই তাকে আত্মসংবরণ থেকে ফুসলিয়েছিলাম এবং সে সত্যবাদী।" (সূরা ইউসুফ— ৫১)

হাদিসে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ''সাত শ্রেণির ব্যক্তি হাশরের মাঠে আল্লাহর আরশের নীচে স্থান পাবে। তাদের মধ্যে একশ্রেণি হল যাকে কোনও সম্ভ্রান্ত সুন্দরী নারী মন্দকর্মে আমন্ত্রণ জানায় আর সে আল্লাহর ভয়ে তাকে না বলে।"

নৈতিক চরিত্রবলে মানুষ অনেক অসাধ্য সাধন করতে সক্ষম হয়। নৈতিকতা অর্জনে বিশেষ করে যুবকদের জন্য হজরত ইউসুফ আ.-এর জীবন থেকে শিক্ষণীয় অনেক কিছু রয়েছে। এই ঘটনা আমাদের শিক্ষা দেয় বিপদ, দুর্দিন কিংবা কোনও দুর্যোগে মনোবল, ধৈর্য হারানো চলবে না। ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে কারাবরণ করতে হলেও সৎ পথে চলতে হবে। আবার শাসনক্ষমতা পেলেও স্বৈরাচারী হওয়া যাবে না।

দ্য ভয়েস অব লিটারেচার

কবিতা ও ছড়া

সব ভালো

কাজী সামসুল আলম

চোরা স্রোতে ভাসে বালি
পাড় ভাঙ্গে আপন খেয়ালে
তবু সব ঠিক আছে
নীল কালিতে লেখা দেয়ালে ।

মুখে বেনারসি পান,
লাল ঠোঁট রাঙ্গা
হাসি হাসি মুখে
হৃদয়ের ধারাপাত ভাঙ্গা।

যা কিছু চাপা মনের আড়ালে
দেঁতো হাসিতে মলিন আলো
সব খারাপেও এক গাল হাসি
মুখেতে সব ভালো।

খোলা মুখে হাজার গন্ধ,
বিপদের ভয় কানাচে
হাজার মিথ্যা, ভুলে ভরা ঝুড়ি
সত্যিটা বলা, মানা যে ।

সময়ের পথে

জাহাঙ্গীর মিদ্দে

এখন এতটা ক্ষমাশীল হওয়া যায়নি,
চড়, থাপ্পড়, কথার মারে মারমুখী না হয়ে
নীরব থেকে যাবো।
ব্যবহার কটু বা রূঢ় হলে আমাকেও একই রূপ
ধারণে ইচ্ছা যায়।
তেরচা কথা, কাঠ কাঠ মার্কা লোকের সাথে, যে
কথামৃতের কথা বলব, তাতে লাভ কিছু নেই
উল্টে ট্যারা বাঁকা শুনতে হবে।
চোরা কি ধর্মের বাণী শোনে, না আজ শুনবে!
এখন এতটা দয়াময় হতে পারা যায়নি,
দেবতাদের মতো সহনশীলতার সাদা কাপড়ে নিজেকে মোড়া
যায়নি।
জিনগত মনুষ্যরূপের এই অবয়ব, প্রেম ভালোবাসার সঙ্গে
লোভ ঈর্ষা হিংসায় ভরপুর!
সেখানে যস্মিন দেশে যদাচার ভাবই মন চায়,
এই আচরণ মানবিক আকারে পড়ে কিনা জানিনা,
তবে, মনে হয় সময়ের পথে সাবলীল চলন!

নক্ষত্রের তিথি

পূর্ণ দে

যেভাবে ব্যবধান হয়েছে সৃষ্টি
হয়তো পৌঁছাবে না কারও চোখের দৃষ্টি।
গড়ে উঠেছে দু'জনের মাঝে বিশাল অদৃশ্য প্রাচীর
তবুও কখনও কখনও হয়ে পড়ি অস্থির ।

আমার যা কিছু ছিল বলার,বলেছি সব,
শোনার যা কিছু ছিল বাকি,শুনেছি সব।
তবু মেঘলা আকাশ দেখে কেন হয় মন খারাপ?
হৃদয়ে ছুঁয়ে যায় গভীর কোন উত্তাপ?

এভাবেই বুঝি স্থির হয় জয়-পরাজয়?
প্রকট হয় মানুষের সঠিক পরিচয়।
ভালোবাসা বুঝি ক্ষণিকের অতিথি?
আসে আর যায় দেখে নক্ষত্রের তিথি।

যে মাটি করলে পতিত ভেবে অনুর্বর
হয়তো সে একদিন ফসলে ভরে তুলত ঘর।
কী আর লাভ হবে অসময়ে অনুতাপ করে...
সময়ে যদি সময়কে না রাখতে পারি ধরে?

"পত্র জালি"

অনুপম দাস

গোধূলির চাদরে ডুবছে আলো রাতের বাতি জ্বেলে,
কাঁটাও ওড়ে কালের পিঠে রঙিন ডানা মেলে;
পর্দা চাদরে যতই রাখো গল্পের ভাঙা দাড়ি,
ফুলের বাগান একদিন পাবে মনের মতো মালি!

ভাবছো তুমি আলোর তেজে পেয়ে যাবে সব ছাড়,
পুড়বে তুমি একদিন নিজে করে সব ছারখার!
পত্রজালির নিয়ম ভাঁজে হিসেবটা আছে পাক্কা;
অনেক হয়েছে অভিনয় আর কত বানাবে বোকা?

আপন চেনা বড়ই কঠিন আলোর নীচের মায়ায়,
বস্তব যখন ধরবে তোমায় হারিয়ে নীরব ছায়ায়!
সময় বলবে সকল কথা অভিনয় যতই কর,
পত্র জালির চাবুক ধরা ছায়ার রূপ ছাড়ো।

বিন্দু শিখায় হারাবে সবই যতই নদী সাগর থাক,
অতীত তখন বারবার এসে দিয়ে যাবে শত হাঁক!
বলবে বতর্মান ফিসফিসিয়ে অতীতের কারচুপি;
ভবিষ্যৎ পাগল হবে খাবে তখন খাবি!

পত্রজালি বড়ই জটিল শেষের গর্ভে শুরু,
মুখোশের আকাশ বড় হলেও মুখই আসল গুরু!
বিন্দু একদিন সিন্ধু হবেই হারিয়ে সকল বাধা ;
কালো তটে হারায় কি কখনও শুভ্র শুদ্ধ সাদা??

চাঁদে পৌঁছল নাসার মহাকাশযান ওরিয়ন

ছবি পাঠাল পৃথিবীর

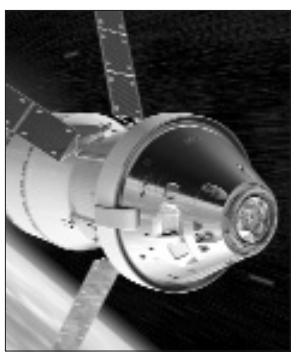

নিজস্ব প্রতিনিধি: আর একটি ইতিহাস গড়ে ফেলল আর্টেমিস ওয়ান মিশনে। এই মিশনে নাসার মহাকাশযান ওরিয়ন চাঁদে পৌঁছে গেল। সোমবার নাসা জানিয়েছে, ওরিয়ন চাঁদে পৌঁছে গিয়েছে। কেপ ক্যানাভেরালের ফ্লোরিডার উপকূল থেকে আর্টেমিস ওয়ান উৎক্ষেপণের সাত দিনের মধ্যে ওরিয়ন মহাকাশযানটি চাঁদের মাটি স্পর্শ করে ইতিহাস গড়ে ফেলল।

নাসার ওরিয়ন মহাকাশান সোমবার চাঁদে পৌঁছে নভোচারীদের জন্য বসে থাকা পরীক্ষামূলক ডামিদের সঙ্গে রেকর্ড ব্রেকিং কক্ষপথে যাওয়ার জন্য চন্দ্রপৃষ্ঠে কাজ শুরু করে দিয়েছে। ৫০ বছর আগে নাসার অ্যাপোলো মিশনে শেষবার চাঁদে গিয়েছিল মানুষ। ১৬ নভেম্বর অর্থাৎ গত বুধবার শুরু হওয়া ৪.১ বিলিয়ন ডলারের পরীক্ষামূলক ফ্লাইট নিয়ে শুরু হয় আর্টেমিস মিশন। আর্টেমিস ওয়ান নাসার কেনেডি সেন্টার থেকে পাড়ি দিয়ে সোমবারই চাঁদে পৌঁছে গিয়েছে। চাঁদে যাওয়ার পথে ওরিয়ন মহাকাশ যান উড়ন্ত চাঁদ ও আমাদের পৃথিবীর ছবি পাঠিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। ৩৭০ হাজার কিলোমিটারের বেশি দূরত্বের ভিডিও হিউস্টনের জনসন স্পেস সেন্টারে পাঠানোর পর মিশন কন্ট্রোলাররাও বিস্মিত হয়ে যান। এরপরই গোটা বোর্ডজুড়ে হাসির ফোয়ারা উঠে। এই সাফল্যে বেজায় খুশি নাসার বিজ্ঞানীরা।

নাসার চন্দ্রযান ওরিয়নের পৃথিবীর যে ছবিটি ফেরত পাঠিয়েছে, তা একটি ছোটো নীল বিন্দুর মতো দেখায়। তার এক ঘণ্টারও কম সময়ে ওরিয়ন ট্রানকুইলিটি বেসের উপরে উঠে যায়, যেখানে নীল আর্মস্ট্রং এবং বাজ অলড্রিন ১৯৬৯ সালের ২০ জুলাই অবতরণ করেন। সেইসময় ওই জায়গা অন্ধকার থাকার কারণে সাইটের কোনও ছবি ছিল না। তবে দু-সপ্তাহের মধ্যে সেই ছবি ফিরতি ফ্লাইবাইতে তাঁরা পাবেন বলে আশাবাদী বিজ্ঞানীরা।

ওরিয়ন চাঁদের চারপাশে স্লিংশট করার জন্য পর্যাপ্ত গতি বাড়ায়। আরেকটি ইঞ্জিন ফায়ারিং করে শুক্রবার সেই কক্ষপথে ক্যাপসুল স্থাপন করবে। ওরিয়ন মহাকাশচারীদের জন্য ডিজাইন করা দূরত্বের রেকর্ড ভেঙে দেবে সপ্তাহান্তেই। পৃথিবী থেকে প্রায় ৪০০ হাজার বা তার লক্ষ কিলোমিটার দূরত্বে ১৯৭০ সালে সেট করা হয়েছিল। আগামী সোমবার পৃথিবী থেকে সর্বোচ্চ দূরত্বে পৌঁছবে। সেই দূরত্ব হবে ৪৩৩ হাজার বা চার লক্ষ ৩৩ হাজার কিলোমিটার।

ওরিয়নের কোনও চন্দ্র ল্যান্ডার নেই। ২০২৫ সালে স্পেস এক্সের স্টারশিপের সঙ্গে নাসার মহাকাশচারীরা চাঁদে অবতরণের চেষ্টা না করা পর্যন্ত টাচডাউন আসবে না। তার আগে অবশ্য মহাকাশচারীরা ২০২৪ সালের প্রথম দিকে চাঁদের চারপাশে যাত্রার জন্য ওরিয়নে স্ট্র্যাপ করবে। মিশ ম্যানেজার মাইক সারাফিন মিশনের অগ্রগতিতে আনন্দিত। তিনি জানান, লঞ্চের আগে প্যাডের ক্ষতি মেরামত করা হবে।

আর্টেমিস ওয়ান মিশনটি চলবে ২৫.৫ দিন। এই মিশন সম্পূর্ণ হলে ফের মানুষের যাতায়াত শুরু হবে চাঁদের জগতে। মিশনের ষষ্ঠদিনে এসে মহাকাশযান ওরিয়ন চাঁদে পৌঁছয়। এর আগে মহাকাশযানটি চাঁদের কক্ষপথে প্রবেশ করেছিল। আড়াইমাস আগে আর্টেমিস ওয়ান চাঁদে যাত্রা করার কথা ছিল। কিন্তু নানা বিঘ্ন ঘটায় তা বিলম্বিত হয়। শেষপর্যন্ত ১৬ নভেম্বর ওরিয়ন মহাকাশযান নিয়ে আর্টেমিস ওয়ান পাড়ি দেয় চাঁদের উদ্দেশে। চাঁদে মানুষ পাঠানোর মহড়ায় অবশেষে শুরু হয় নাসার আর্টেমিস মিশন।

চাঁদের কক্ষপথে নাসার ক্যাপস্টোন কিউবস্যাট

লক্ষ্য অত্যাধুনিক নেভিগেশন সিস্টেমে

নাসার ক্যাপস্টোন মিশন হল একটি অনন্য চন্দ্র কক্ষপথের প্রদর্শন এবং একটি অত্যাধুনিক নেভিগেশন সিস্টেম, যা মহাকাশ সংস্থার আর্টেমিস মুন মিশনকে সমর্থন করতে পারে। নাসার ক্যাপস্টোন মিশন ১৩ নভেম্বর চাঁদে পৌঁছবে। এটি একটি বিশেষ প্রসারিত কক্ষপথে প্রবেশকারী প্রথম মহাকাশযান, যা ভবিষ্যতে মহাকাশ অভিযানকে সমর্থন করতে পারে।

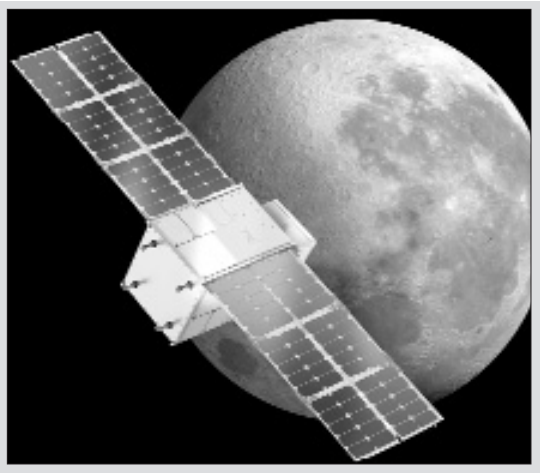

নিজস্ব প্রতিনিধি: নাসা সম্প্রতি চাঁদে মানুষ পাঠানোর পরিকল্পনায় আর্টেমিস মিশন শুরু করতে চলেছে। ৫০ বছর পর চাঁদে যাবে মানুষ। সেই পরিকল্পনা অবশ্য প্রাথমিক অবস্থাতেই বারবার বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। তবে বসে নেই নাসা। আর্টেমিস মিশনের সমর্থনে আগেভাগেই চাঁদের কক্ষপথে পৌঁছতে নাসা শুরু করছে ক্যাপস্টোন কিউবস্যাট।

নাসার ক্যাপস্টোন মিশন হল একটি অনন্য চন্দ্র কক্ষপথের প্রদর্শন এবং একটি অত্যাধুনিক নেভিগেশন সিস্টেম, যা মহাকাশ সংস্থার আর্টেমিস মুন মিশনকে সমর্থন করতে পারে। নাসার ক্যাপস্টোন মিশন ১৩ নভেম্বর চাঁদে পৌঁছবে। এটি একটি বিশেষ প্রসারিত কক্ষপথে প্রবেশকারী প্রথম মহাকাশযান, যা ভবিষ্যতে মহাকাশ অভিযানকে সমর্থন করতে পারে। এই ক্যাপস্টোন কিউবস্যাট মাইক্রোওয়েভ ওভেন-আকারের স্যাটেলাইটটির ওজন প্রায় ২৫ কিলোগ্রাম। এটি চাঁদে উড়তে এবং চাঁদে কোনও মিশন হলে তা পরিচালন করার জন্য প্রথম কিউবস্যাট হয়ে উঠবে। ৮ সেপ্টেম্বর একটি ট্রাজেক্টরি সংশোধনী প্রক্রিয়ায় অসাবধানবশত ক্যাপস্টোন মহাকাশযানটিকে এত দ্রুত ঘূর্ণন ঘটিয়েছিল যে অনবোর্ড স্পিনটিকে নিয়ন্ত্রণ বা প্রতিহত করতে পারেনি। এরপর ৭ অক্টোবর নাসার টিম তা পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হয় এবং স্পিনটিকে বন্ধ করে দেয়।

ক্যাপস্টোন মিশন কিউবস্যাটে পাঠানো হয়েছিল একটি অনন্য চন্দ্র কক্ষপথ পরীক্ষা করার জন্য, যাকে বলে নিয়ার রেক্টিলাইনার হ্যালো অরবিট। এটি খুবই দীর্ঘায়িত এবং পৃথিবী ও চাঁদের মাধ্যাকর্ষণগুলির মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট ভারসাম্য বিন্দুতে অবস্থিত। গত চার মাস ধরে ক্যাপস্টোন মহাকাশযানটি চাঁদে এবং গভীর মহাকাশ পথে নেভিগেট করতে পারে। ক্যাপস্টোন মহাকাশযানদের এই পথটিকে ব্যালিস্টিক চন্দ্র স্থানান্তর বলা হয় এবং এটি মহাকাশের মহাকর্ষীয় রূপগুলি অনুসরণ করে যাতে খুব কম শক্তি খরচ করে মহাকাশযানকে তার গন্তব্যে পৌঁছতে সহায়তা করে। ক্যাপস্টোন মহাকাশযানটি শীঘ্রই তার মাধ্যাকর্ষণ-চালিত ট্রাকের শেষপ্রান্তে পৌঁছবে এবং চাঁদে পৌঁছে যাবে।

ক্যাপস্টোনকে সঠিকভাবে কক্ষপথে রাখা হয়েছে কি না, তা নিশ্চিত করার জন্য অরবিটাল সন্নিবেশ অবশ্যই সঠিক সময়ে হতে হবে। মহাকাশযানটি প্রতি ঘণ্টায় ৬ হাজার কিলোমিটারের বেশি বেগে ভ্রমণ করবে এবং কক্ষপথে প্রবেশের একটি সূক্ষ্ম, সুনির্দিষ্ট প্রপালসিভ কৌশল সম্পাদন করবে। যেহেতু এনআরএইচও কক্ষপথটি পৃথিবী এবং চাঁদের মাধ্যাকর্ষণগুলির মধ্যে সুনির্দিষ্ট ভারসাম্য বিন্দুতে বিদ্যমান, তাই এটি বজার রাখার জন্য নূনতম শক্তির প্রয়োজন, যার অর্থ এটি চাঁদ ও তার বাইরে মিশনের জন্য একটি আদর্শ স্টেজিং এলাকা হতে পারে। এই কক্ষপথ যাচাই করে ক্যাপস্টোন ভবিষ্যতের মহাকাশযানের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করবে। এবং গেটওয়ে স্পেস স্টেশনের মতো দীর্ঘমেয়াদী মিশন স্থাপনে সাহায্য করবে।

পৃথিবীর 'যমজ' নাতিশীতোষ্ণ শুক্রে ঘটেছিল হিট-ডেথ

চাঞ্চল্যকর তথ্য নাসার গবেষণায়

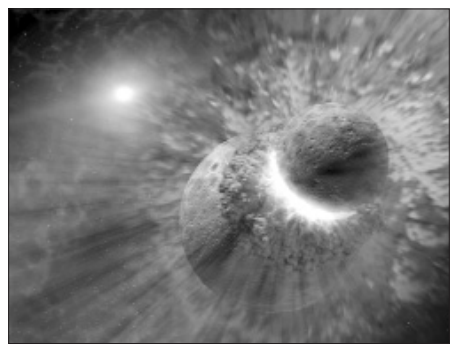

নিজস্ব প্রতিনিধি: শুক্র গ্রহকে পৃথিবীর যমজ গ্রহ বলা হয়। কারণ শুক্রের আকার ও আকৃতি অনেকটাই পৃথিবীর সঙ্গে মিলে যায়। আর শুক্রের গঠনতন্ত্রও পৃথিবীর মতো। যে শুক্র একটা সময় পৃথিবীর মতোই নাতিশীতোষ্ণ ছিল, সেখানে কী করে হিট-ডেথ ঘটে গেল। নাসার গবেষণায় উঠে এসছে সেই সংক্রান্ত চাঞ্চল্যকর তথ্য।

নাসার নতুন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, শুক্র জীবন ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল আগ্নেয়গিরির প্রভাবে। তাই একটা সময় পৃথিবীর মতোই বসবাসযোগ্য থাকলেও শুক্র সেই মর্যাদা হারিয়ে ফেলে। মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার একটি সমীক্ষায় জানানো হয়েছে, হাজার হাজার শতক ধরে প্রচুর পরিমাণ পদার্থের বিস্ফোরণ শুক্রকে হটহাউসে পরিণত করে।

নাতিশীতোষ্ণ শুক্র তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে গরম হয়ে ওঠে। শুক্র এতটাই অ্যাসিডিক হটহাউসে পরিণত হয় যে সীসাও গলে যায়। আর এই গ্রহ আগ্নেয়গিরির কার্যকলাপের জন্য পরিচিত। পৃথিবীর অনুরূপ এই গ্রহের পুরু ও বিষাক্ত বায়ুমণ্ডল গ্রিন হাউসের প্রভাবে তাপকে আটকে রাখে। নাসার গডার্ড ইনস্টিটিউট ফল স্পেস স্টাডিজ এবং গবেষণাপত্রের প্রধান লেখক ড. মাইকেল জে ওয়ে বলেন, পৃথিবী ও শুক্র গ্রহে বৃহৎ আগ্নেয় প্রদেশের রেকর্ড বোঝার মাধ্যমে নির্ধারণ করা সম্ভব হয় যে, এই ঘটনাগুলিই শুক্রের বর্তমান অবস্থার কারণ। অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ভূপৃষ্ঠে ১ লক্ষ কিউবিক মাইলেরও বেশি গলিত শিলা জমা করেছে। একটি আগ্নেয় প্রদেশের গঠন একটি গ্রহের জলবায়ুকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। গ্রিন হাউসের প্রভাবে তাপমাত্রা মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি করতে পারে। শুক্রের ক্ষেত্রে এই প্রদেশগুলির মধ্যে অনেকগুলি গ্রিন হাউস রয়েছে। গ্যাসগুলি বায়ুমণ্ডলকে প্রভাবিত করে এবং বায়ুমণ্ডলে তাপকে আটকে রাখতে সম্ভবপর হয়। এর ফলে মহাসাগরগুলিও বাষ্পীভূত হতে শুরু করে। এই প্রক্রিয়া অবিরত চলতেই থাকে। এইভাবেই তাপ বাড়তে বাড়তে নাতিশীতোষ্ণ শুক্রকে হিট-ডেথের দিকে নিয়ে যায়।

পৃথিবী ৫৪০ মিলিয়ন বছর আগে প্রাণের উৎপত্তির পর থেকে অন্তত পাঁচবার গণবিলুপ্তির ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনাগুলি প্রতিটি গ্রহের ৫০ শতাংশ প্রাণীর জীবনকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। মহাকাশ সংস্থার গবেষণায় বলা হয়েছে, খুব বেশি অগ্ন্যুৎপাতের কারণে শুক্র গ্রহ থেকে প্রাণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। বিজ্ঞানীরা এখন জানার চেষ্টা করছে কেন এমন ঘটল। এর জন্য নাসা নেবেল গ্যাস, কেমিস্ট্রি ও ইমেজিংয়ের ডিম অ্যাটমোস্ফিয়ার ভেনাস ইনভেস্টিগেশনে পাঠাবে। তার লক্ষ্য হবে শুক্রের উৎপত্তি, ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থা বিস্তারিতভাবে অধ্যয়ন করা।

মঙ্গল থেকে পৃথিবীতে পাথর-মাটি

নিজস্ব প্রতিনিধি: মঙ্গল গ্রহ থেকে পৃথিবীতে আসছে পাথর-মাটি! অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখালেন বিজ্ঞানীরা। আমেরিকান মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা ও ইউরোপীয়ান স্পেস এজেন্সি এসা লাল গ্রহ মঙ্গল থেকে মাটি ও পাথর আনার কাজ করছে। ইতিমধ্যেই সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, তা কীভাবে হচ্ছে তার ভিডিও-ও সামনে এসেছে নাসার সৌজন্যে। নাসা ও এসার তরফে জানানো হয়েছে, আমরা ইতিমধ্যেই চাঁদ এবং গ্রহাণু থেকে নমুনা পৃথিবীতে এনেছি। মঙ্গল থেকে এই ধরনের নমুনা নিয়ে আসার প্রচেষ্টা এই প্রথম। আমাদের বিশ্বাস এই মিশনে আমরা সফল হব। শীঘ্রই পৃথিবীতে এসে পৌঁছবে মঙ্গল গ্রহ থেকে পাথর ও মাটির নমুনা। দুই মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা ও এসা ইতিমধ্যেই জেজেরো ক্রেটারে একটি প্রাচীন নদী ব-দ্বীপের তলদেশের একটি অঞ্চল থেকে নমুনা টিউব ডিপো করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পারসিভারেন্স রোভারের সঙ্গে মিলিত হয়ে মঙ্গলে নমুনা রিটার্ন মিশন শুরু হয়েছে। পারসিভারেন্স রোভার ইতিমধ্যেই কেসিং ইউনিটে পৃষ্ঠ থেকে শিলা এবং মাটির নমুনা সংরক্ষণ করছে।

মঙ্গলের পৃষ্ঠ থেকে শিলা এবং মাটির নমুনা সংগ্রহের পর তা সংরক্ষণ করে কেসিং ইউনিটে রাখা হচ্ছে। জেজেরো ক্রেটারের দ্বারা সংগৃহীত নমুনাগুলি মঙ্গলের বিবর্তনের ইতিহাস বলতে সাহায্য করতে পারে। এর মাধ্যমে জানা যেতে পারে গ্রহের প্রাচীন জীবনের লক্ষ্মণগুলিও। মঙ্গলের ব-দ্বীপের সূক্ষ্ম ও দানাযুক্ত পাললিক শিলা থেকে পাওয়া নমুনাগুলি বিলিয়ন বছর আগে হ্রদে জমা হয়েছিল। মঙ্গল গ্রহের জলবায়ু আজকের তুলনায় অনেক আলাদা ছিল। তখন জীবাণুর অস্তিত্ব ছিল কি না, নমুনা থেকে তার সূচকও মিলতে পারে। নাসার পারসিভারেন্স রোভার ইতিমধ্যেই জেজেরো ক্রেটারের মাধ্যমে প্রাচীন নদী ব-দ্বীপের কাছে একটি এলাকা অন্বেষণ করে শিলা সংগ্রহ করেছে। সেই এলাকা কৌতুহলও বাড়িয়ে দিয়েছে।

কাতার বিশ্বকাপে শুরুতেই বিরাট অঘটন

সৌদি আরবের কাছে অবিশ্বাস্য হার আর্জেন্টিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি: যারা ট্রফি জয়ের অন্যতম দাবিদার বলে মনে করা হচ্ছিল, কাতার বিশ্বকাপ ফুটবলের প্রথম রাউন্ডেই হেরে গেল বিশ্বের অন্যতম সেরা ফুটবল দল আর্জেন্টিনা। সৌদি আরবের কাছে ২-১ গোলে মেসির দল হেরে গেল যা এককথায় বিস্ময়।

টানা ৩৫ ম্যাচ অপরাজিত থাকার রেকর্ড গড়ে কাতার বিশ্বকাপে খেলতে নেমেছিল আর্জেন্টিনা। এর আগে টানা ৩৭ ম্যাচ অপরাজিত ছিল রবার্তো মানচিনির ইতালি। বলা হচ্ছিল, ইতালির সেই রেকর্ড এবারের বিশ্বকাপেই ভেঙে দেবে লা আলবিসেলেস্তেরা। কিন্তু প্রথম ম্যাচেই সেই সম্ভাবনা ধাক্কা খেল। বরং রেকর্ড গড়ল সৌদি আরব। ২০টি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ম্যাচের মধ্যে এই প্রথম কোনও টুর্নামেন্টের একটি ম্যাচে ২ গোল দিল সৌদি আরব।

লুসেইল স্টেডিয়ামে ম্যাচের শুরু দেখে অবশ্য অন্যরকম মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল, ফেভারিট আর্জেন্টিনা গোলের মালা পরিয়ে দেবে তুলনামূলকভাবে দুর্বল সৌদি আরবকে। ম্যাচের ২ মিনিটের মাথায় বক্সের মধ্যে বল পেয়ে গিয়েছিলেন লিওনেল মেসি। যিনি আগেই ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, এটাই তাঁর কেরিয়ারের শেষ বিশ্বকাপ। মেসির

বাঁ পায়ের মাটি ঘেঁষা শট রুখে দেন সৌদি আরবের গোলরক্ষক।

তবে আর্জেন্টিনা আক্রমণের ঝাঁঝ বেশিক্ষণ সামলাতে পারেনি সৌদির রক্ষণ। ম্যাচের ৮ মিনিটের মাথায় বক্সের মধ্যে পারাদেজ-কে ফাউল করেন আবদুল হামিদ। ভার প্রযুক্তি ব্যবহার করে রেফারি পেনাল্টি দেন। গোল করতে ভুল করেননি মেসি। ১-০ এগিয়ে যায় আর্জেন্টিনা।

এরপর আর্জেন্টিনা মুহুর্মুহু আক্রমণ করে যায়। মেসির একটি গোল বাতিল হয়। লাউতারো মার্তিনেজ একটি গোল করেন। পরে ভার প্রযুক্তিতে দেখা যায়, তিনি অফসাইডে ছিলেন। গোল বাতিল হয়। লউতারোর আর একটি গোলও অফসাইডের কারণে বাতিল হয়। প্রথমার্ধে ১-০ এগিয়ে ছিল আর্জেন্টিনা।

৪-২-৩-১ ছকে দল সাজিয়েছিল আর্জেন্তিনা। ৪-৪-১-১ ছকে খেলছিল সৌদি আরব। তবে দ্বিতীয়ার্ধে নতুন উদ্যমে শুরু করে সৌদি আরব। খেলার গতির বিরুদ্ধেই গোল খেয়ে বসে আর্জেন্টিনা। ৪৮ মিনিটে গোল করে সমতায় ফেরান আলশেহরি। তার ৫ মিনিটের মধ্যে আলদসারি ২-১ করেন। বক্সের বাঁদিক থেকে তাঁর গোলার মতো শটের কোনও হদিশ পাননি আর্জেন্টিনা গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্তিনেজ। ২ গোল হজম করে তেড়েফুঁড়ে খেলতে শুরু করে আর্জেন্তিনা। কিন্তু বিপক্ষের গোলমুখ আর খুলতে পারেনি। সৌদি আরব বক্সের বাইরে দুটি ফ্রি কিক পায় আর্জেন্তিনা। দুবারই লক্ষ্যভ্রষ্ট হন মেসি। ৫৯ মিনিটে একসঙ্গে তিনটি পরিবর্তন করেন আর্জেন্তিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি। আলেজান্দ্রো মার্তিনেজ, জুলিয়ান আলভারেজ ও এঞ্জো জেরেমেইসকে নামান তিনি। তাতে আর্জেন্টিনার খেলায় ধার বাড়লেও, গোল হয়নি। সৌদির কাছে হার দিয়েই বিশ্বকাপ অভিযান শুরু হয় মেসিদের।

হিজাব বিরোধী প্রতিবাদ

জাতীয় সঙ্গীত গাইলেন না ইরানের ফুটবলাররাও

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইরানের ফুটবলারদের প্রতিবাদের মঞ্চ হয়ে উঠল বিশ্বকাপ। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচের আগে জাতীয় সংগীত গাইলেন না ইরানের ফুটবলাররা। নিজেদের দেশের সরকার-বিরোধী (হিজাব-বিরোধী আন্দোলনের সমর্থনে) যে প্রতিবাদ চলছে, তার সমর্থনেই সেই সিদ্ধান্ত নেন আলিরেজা বেইরানবন্দ, সাদগে মহারামিরা। সোমবার মধ্য দোহার পাঁচ কিলোমিটার পশ্চিমে খলিফা ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এবারের বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে নামার আগে ইরানের অধিনায়ক আলিরেজা জাহানবখস জানিয়েছিলেন, দেশের সরকার-বিরোধী আন্দোলনের সমর্থনে জাতীয় সংগীত গাইবেন গাইবেন না, সে বিষয়ে দলগতভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। দল যা সিদ্ধান্ত নেবে, সেটাই পথেই হাঁটা হবে।

সেইমতো আজ কিক-অফের আগে চিরাচরিত মতো দোহার খলিফা ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে যখন ইরানের জাতীয় সংগীত বাজানো হয়, তখন ইরানের ফুটবলারদের চোয়ালচাপা মুখ ধরা পড়ে। জাতীয় সংগীতে গলা মেলাননি তাঁরা। কার্লোস কুইরোজের ছেলেরা চুপ করে একে অপরের কাঁধ ধরে দাঁড়িয়েছিলেন। যে দৃশ্য সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। সেইসঙ্গে প্রতিবাদের বার্তাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কী কারণে প্রতিবাদে সামিল হন ইরানের ফুটবলাররা?

গত ১৬ সেপ্টেম্বর মাহসা আমিনির মৃত্যুর পর থেকেই উত্তাল হয়ে উঠেছে ইরান। ইসলামিক দেশের পোশাকবিধি ভঙ্গের অভিযোগে তেহরান থেকে গ্রেফতারির তিনদিন পরেই মৃত্যু হয় ২২ বছরের কুর্দিশ মেয়ে আমিনির। যে দেশে মহিলাদের বাধ্যতামূলকভাবে হিজাব পরতে হয়। তারপরই হিজাব-বিরোধী প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে ওঠে ইরান। সেই আন্দোলনের সমর্থনে ইরানের অ্যাথলিটরা জয় উদযাপন করেননি। অনেকে জাতীয় সংগীতও গাননি।

টি-২০'র জন্য ইয়র্কার ও স্লোয়ারকে আরও ধারালো করছেন উমরান

নিজস্ব প্রতিনিধি: উমরান মালিক এবার নিজেকে ঘষেমেজে তৈরির চেষ্টা করছেন। নিজের ইয়র্কার, স্লোয়ার ডেলিভারি নিয়ে কাজ করা শুরু করেছেন তিনি। টি-২০ ফর্ম্যাটে ভালো খেলার লক্ষেই এই সিদ্ধান্ত তাঁর। তিনি জানিয়েছেন তিনি তাঁর স্লোয়ার ডেলিভারি নিয়ে কাজ করছেন। গুড এবং হার্ড লেন্থে বোলিং অনুশীলন করছেন। ইয়র্কার অনুশীলন করছেন।

গতবারের আইপিএলের অন্যতম আবিষ্কার ছিলেন পেসার উমরান মালিক। হাতে রয়েছে দুরন্ত গতি। গতিতে একের পর এক বিশ্ব সেরা ব্যাটারকে পরাস্ত করেছেন ২২ বছর বয়সি এই পেসার। ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ তারকা হিসেবে এখনই তাঁকে গণ্য করা হচ্ছে। উমরান মালিক এবার নিজেকে ঘষেমেজে তৈরির চেষ্টা করছেন। নিজের ইয়র্কার, স্লোয়ার ডেলিভারি নিয়ে কাজ করা শুরু করেছেন তিনি। টি-২০ ফর্ম্যাটে ভালো খেলার লক্ষেই এই সিদ্ধান্ত তাঁর।

উমরান মালিক জানিয়েছেন তিনি তাঁর স্লোয়ার ডেলিভারি নিয়ে কাজ করছেন। গুড এবং হার্ড লেন্থে বোলিং অনুশীলন করছেন। ইয়র্কার অনুশীলন করছেন। ভারত বনাম নিউজিল্যান্ডের ম্যাচ শুরুর আগে অফিসিয়াল ব্রডকাস্টারদের তিনি জানিয়েছেন, 'আমি নতুন ডেলিভারি শেখার বিষয়ে কাজ করছি। যেমন আমি স্লোয়ার বল নিয়ে কাজ করছি। টি-২০তে স্লোয়ারের পাশাপাশি আমি ইয়র্কার নিয়ে ও কাজ করছি। আমি সবসময় চেষ্টা করছি গুড এবং হার্ড লেন্থে বল করার। কোচেদের সঙ্গে এই অনুশীলন করতে আমি বেশ মজাই পাচ্ছি।' তিনি জানিয়েছেন, 'বর্তমানে আমি এনসিএতে অনুশীলন করছি। এনসিএর পেস বোলিং কোচ ট্রয়ের সঙ্গে কাজ করছি। খুব ভালো লাগছে অভিজ্ঞদের কাছ থেকে শেখার সুযোগ পাচ্ছি। অনেক কিছু নতুন জিনিস শিখতে পারছি। আমাকে দ্রুত গতিতে বোলিং করতে হবে। তবে তাঁর সঙ্গে বলে বৈচিত্র্য ও আনতে হবে।'

সাত বছর পরে আবার চ্যাম্পিয়ন

রুডকে হারিয়ে ফেডেরারকে ছুঁলেন জকোভিচ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৩৫ বছর বয়সী নোভাক জকোভিচ হারিয়ে দিলেন ২৩ বছর বয়সী ক্যাসপার রুডকে। এরফলে এটিপি ফাইনালে ষষ্ঠবারের মতো চ্যাম্পিয়ন হয়ে ফেডেরার রেকর্ড ছুঁয়ে ফেললেন সার্বিয়ার টেনিস তারকা। সার্বিয়ার প্রাক্তন এক নম্বর টেনিস খেলোয়াড় নোভাক জকোভিচ ষষ্ঠবারের মতো এটিপি ফাইনালের শিরোপা জিতলেন। ইতালির তুরিনে অনুষ্ঠিত ফাইনাল ম্যাচে নরওয়ের ক্যাসপার রুডকে ৭-৫,৬-৩ গেমে হারিয়ে শিরোপা জিতে নেন তিনি। এই নিয়ে ছয়টি এটিপি ফাইনাল শিরোপা জিতে, প্রাক্তন সুইস টেনিস গ্রেট রজার ফেডেরারের রেকর্ড ছুঁয়ে ফেললেন নোভাক জকোভিচ। সাত বছর পর এই শিরোপা জিতেছেন জকোভিচ। এর আগে তিনি ২০০৮, ২০১২, ২০১৩, ২০১৪ ও ২০১৫ সালেও এই শিরোপা জিতেছিলেন।

এটিপি ফাইনালের ফাইনালে রুডকে ৭-৫, ৬-৩ হারিয়েছেন জকোভিচ। প্রথম সেটে জকোভিচকে কঠিন লড়াই দেন রুড। যাইহোক,২১ বারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী জকোভিচ দ্বিতীয় সেটে সহজেই রুডকে পরাজিত করেন। ৩৫ বছর বয়সী জকোভিচ এই শিরোপা জেতার সবচেয়ে বয়স্ক খেলোয়াড় হলেন। শিরোপা জয়ের পর তিনি বলেছেন, এই যাত্রা তাঁর জন্য সহজ ছিল না। সেমিফাইনালে রাশিয়ার দানিল মেদভেদেভকে হারিয়েছিলেন জকোভিচ। ম্যাচ গড়ায় তিন সেট পর্যন্ত। সবথেকে বেশি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জেতার নিরিখে স্পেনের রাফায়েল নাদালের পরেই দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন জকোভিচ। নাদালের ২২টি গ্র্যান্ড স্লাম শিরোপা রয়েছে। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে জকোভিচ খেললে এই রেকর্ড স্পর্শ করার চেষ্টা করবেন।

রেকর্ড ওপেনিং জুটিতে, নয়া কীর্তি নারায়ণ জগদীশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি: শুধু বিজয় হাজারে ট্রফিতেই নয়, বরং ৫০ ওভারের ক্রিকেটের ইতিহাসে সব থেকে বেশি রানের দলগত ইনিংসের বিশ্বরেকর্ড গড়ল তামিলনাড়ু। প্রথম দল হিসেবে লিস্ট-এ ক্রিকেটে ৫০০ রানের গণ্ডি টপটে যায় তারা। অরুণাচলপ্রদেশের বিরুদ্ধে বিজয় হাজারে ট্রফির ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে তামিলনাড়ু নির্ধারিত ৫০ ওভারে ২ উইকেটের বিনিময়ে ৫০৬ রানের বিশাল ইনিংস গড়ে তোলে। সাই সুদর্শন ১৯টি চার ও ২টি ছক্কার সাহায্যে ১০২ বলে ১৫৪ রান করে আউট হন। চলতি বিজয় হাজারে ট্রফিতে এই নিয়ে ৩টি সেঞ্চুরি ও ২টি হাফ-সেঞ্চুরি করেন সুদর্শন। অপর ওপেনার নারায়ন জগদীশান ২৫টি চার ও ১৫টি ছক্কার সাহায্যে ১৪১ বলে ২৭৭ রান করে মাঠ ছাড়েন। এবারের বিজয় হাজারে ট্রফিতে এই নিয়ে টানা পাঁচটি সেঞ্চুরি করেন জগদীশান। তামিলনাড়ুই প্রথম দল, যারা ৫০ ওভারের ক্রিকেটে ৫০০ রানের গণ্ডি টপকায়। সুতরাং, লিস্ট-এ ক্রিকেটে সব থেকে বেশি রানের দলগত ইনিংসের

৫০ ওভারে ৫০০ টপকে বিশ্বরেকর্ড

বিশ্বরেকর্ড গড়ে তারা। আগে এই বিশ্বরেকর্ড ছিল ইংল্যান্ডের নামে। তারা এবছরেই নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে ৪ উইকেটে ৪৯৮ রান তোলে। ইংল্যান্ডের সেই বিশ্বরেকর্ড ভেঙে দেয় তামিলনাড়ু। উল্লেখ যোগ্য বিষয় হল, সাই সুদর্শন ও নারায়ন জদগীশান ওপেনিং জুটিতে ৪১৬ রান সংগ্রহ করেন। শুধু ওপেনিং জুটিতেই নয়, বরং ৫০ ওভারের ক্রিকেটে যে কোনও উইকেটের জুটিতে এটিই সব থেকে বেশি রানের পার্টনারশিপের বিশ্বরেকর্ড। ৪টি শতরানের পর এবার ডাবল সেঞ্চুরি করে সাঙ্গাকারার বিশ্বরেকর্ড ভেঙে দিলেন জগদীশান। অন্ধ্রপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, গোয়া ও হরিয়ানার বিরুদ্ধে পরপর চারটি ম্যাচে সেঞ্চুরি করে সাঙ্গাকারাদের বিশ্বরেকর্ড ছুঁয়ে ফেলেন তিনি। এবার অরুণাচলপ্রদেশের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত ডাবল সেঞ্চুরি করে লিস্ট-এ ক্রিকেটের ইতিহাসে নতুন বিশ্বরেকর্ড গড়লেন জগদীশান। ৫০ ওভারের ক্রিকেটে টানা ৫ ম্যাচে সেঞ্চুরির রেকর্ড আর কারও নেই। সেই নিরিখে বিরাট ইতিহাস গড়লেন তামিলনাড়ুর ওপেনার।

PATAKA

A COMPLETE CARE
MULTI-SPECIALITY HOSPITAL
THAT BRINGS YOU THE BEST HEALTHCARE SERVICES

BENEFIT FROM THE FULL SPECTRUM OF MEDICAL SERVICES

BLOODLESS PAINLESS LASER COLORECTAL SURGERY
BRING BACK THE SMILE : FREE CLEFT LIP/PALATE SURGERY

SPECIAL OFFERS

ECONOMY SURGERY: GYNAE & ORTHO PACKAGES
GASTROENTEROLOGICAL SOLUTIONS INCLUDING LAPAROSCOPIC HERNIA SURGERY

ONE STOP ANSWER
FOR ALL YOUR DENTAL & EYE PROBLEMS

END TO END SOLUTION FOR DIABETIC
NEEDS INCLUDING DIABETIC FOOT CARE

GD HOSPITAL
& DIABETES INSTITUTE
CARE FOR LIFE

AN ISO 9001: 2015 CERTIFIED HOSPITAL

139A, LENIN SARANI, KOLKATA - 700 013 033 6687 6687

পতাকা
চা

আমারই মতো
আমার
পতাকা

গজব কা স্বাদ

Printed and Published by Syed Ruhul Amin on Behalf of 'The Voice of Wadi', Pratappur Darbar Sharif, Panskura, Purba Medinipur, Pin-721151,
Editor : **Syed Ruhul Amin**, Ph.:+91 3228 252234, Telefax: +91 3224 254278. Email: thevoiceofwadi@gmail,com

Vol: 8 Issue:01, DL No.76, RNI No.WBBEN/2014/56111